বঙ্গ-রত্ন।

প্রথমভাগ।

অথবা

মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী

কবিরত্নের জীবনী।

শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী-ভট্টাচার্য্য

প্রণীত

দেহুড় দরিদ্র বান্ধব পুস্তকালয় হইতে

শ্রীআউলচন্দ্র কুণ্ডু কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট্, বঙ্গবাসী ষ্টিমমেশিনপ্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সন ১২৯৩ সাল।

পরম বিদ্যোৎসাহী, পরহিতব্রত সদগুণসম্পন্ন,
কাইগ্রামনিবাসী জমীদার শ্রীল
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ বসু মুন্সী
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

দেনুড় দরিদ্র বান্ধব পুস্তকালয় হইতে যে সকল জীবনী সংগৃহীত হইতেছে, ঐ সমস্ত "বঙ্গ রত্ন" নামে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। সম্প্রতি বঙ্গরত্ন প্রথম ভাগ অথবা মহাকবি ঘনরামের জীবনচরিত তাঁহার প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট এবং অন্য উপায়ে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাই প্রদত্ত হইল।

প্রতিভার প্রভাবে ঘনরাম এবং ধবল ধনিগণের মধ্যে [illegible] মত দীনপ্রভ ছিলেন। জীবনী সংগ্রহে আপনি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, সেইজন্য [illegible] একজন এই মহাকবি ঘনরামের জীবনী আপনাকে উপহার প্রদান করিলাম, ভরসা করি এই জীবনী পাঠে ঘনরামের প্রতিভার আদর করিয়া আমায় উৎসাহিত করিবেন। ইতি

২৫শে বৈশাখ ১৩২৩ সাল
দেনুড় দরিদ্র বান্ধব পুস্তকালয়
জেলা বর্দ্ধমান।

একান্ত অনুগত
শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য

বঙ্গ-রত্ন।

প্রথম ভাগ।

অথবা

মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী

কবিবরের জীবনী

মুসলমান ভূপতিদিগের অধিকার কালে বঙ্গ দেশের যে প্রকার দুরবস্থা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তৎসাময়িক গ্রন্থকারগণের জীবনবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার উপায় জনশ্রুতি ভিন্ন আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ জীবনী লেখাতে অস্মদ্দেশীয় লোকের অনুরাগ ছিলনা। কবিগণের রচিত গ্রন্থে নিজ পরিচয়, তাঁহাদের বংশাবলীর বর্ত্তমান ব্যক্তিগণের বাচনিক বিবরণ এবং দেশীয় জনশ্রুতি অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ সকল মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করিয়া, মনের আক্ষেপ নিবারণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

বঙ্গে কবির অভাব নাই; তজ্জন্য বঙ্গবাসী সকলের হৃদয় কবিত্বশূন্য নহে। বাল্যকাল হইতে সকলেই মধুর কবিতা-মালা পাঠ করিয়া পরম সুখলাভ করেন এবং স্বচিত্তপটে মনোহারিণী কল্পনাদেবীর মূর্ত্তি বহুবিধ সুন্দর রঙ্গে চিত্রিত করেন। অধিকাংশ বঙ্গবাসী, শিক্ষিত কিম্বা অশিক্ষিত হউন, প্রথমে কবি পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে উদ্যম করিয়া থাকেন এমন কি যাহারা দক্ষিণ কি বাম হস্ত প্রভেদ করিতে অক্ষম, তাহাদের নিকটেও পদ্য অতিশয় আদরের ধন; অধিক কি বলিব, এদেশের অঙ্কশাস্ত্র পর্য্যন্ত পদ্যে লিখিত। বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিৎ ৺ শুভঙ্কর দাস যে সকল অঙ্কের নিয়ম (আর্য্যা) ও অঙ্ক-প্রণয়ন করিয়াছেন, সে সমস্তই পদ্যে লিখিত। বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ বর্দ্ধমান জেলার অধীন দেনুড় গ্রাম নিবাসী ঠাকুর বৃন্দাবন দাস কৃত 'শ্রীচৈতন্য ভগবত' পদ্যে রচিত। সুতরাং পদ্যই বাঙ্গালা ভাষার মূল, কবিতা ও কবিতার পরমাণু লইয়াই বঙ্গ ভাষা প্রথম গঠিত। গদ্যেও আকর্ষণ আছে, কিন্তু পদ্যের যেরূপ চিত্তাকর্ষণী-

শক্তি আছে, গদ্যের সে কুহকিনী শক্তি নাই; সুতরাং সুললিত পদ্যে প্রকাশিত ভাষা যে কোমলহৃদয় বঙ্গীয় জনসমূহের প্রীতির কারণ, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। সঙ্গীতপ্রিয় মানবের মন সততই পদ্যের দিকে ধাবিত হয়, সেই হেতু বঙ্গবাসিগণ কোমলতার পক্ষপাতী। মধুরত্ব যাহাতে আছে, তাহাতেই তাহাদের আমোদ যেমন কোকিল-কুজন স্বভাবতঃ মধুর ও শ্রবণ সুখকর, সেইরূপ স্বভাবজাত কবি-গণের কাব্য, শ্রোতা ও পাঠকগণের কর্ণতৃপ্তিকর ও অন্তরানন্দজনক সুখকর কাব্যসকল শ্রোতা ও পাঠক উভয়েরই মন হরণ করে যে সকল লোক কবিত্বের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারেন এবং ধরণীতলে অক্ষয় যশঃ প্রাপ্ত হয়েন; তাঁহারাই ধন্য।

কাল-স্রোত অবিরাম বহিয়া যাইতেছে এবং তৎসঙ্গে মানবের জীবনও অতিবাহিত হইতেছে। কাল জীবন লইয়া যায়, কিন্তু কীর্ত্তি ধ্বংস হইবার নহে কালে কত সুবিখ্যাত কবি জন্ম গ্রহণ

করিয়াছেন, তাঁহাদের নশ্বর দেহ সময় স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের অবিনশ্বর যশঃ দিন দিন ভাষার রূপ ল বণ্যের সহিত বর্দ্ধিত হইয়া ভাষার পারিপাট্য সাধন করিতেছে; বৃক্ষ বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাঁহার ফল আমরা সমভাবে আনন্দে ভোগ করিতেছি। দুঃখের বিষয়, সেই সকল কবিসম্বন্ধে তাঁহাদের কাব্য ব্যতীত অপর কিছুই জানিবার উপায় নাই, জানিতে ইচ্ছা হইলেও সে ইচ্ছা মনেই রহিয়া যায়। ফল পাইলাম, কিন্তু কোন্ বৃক্ষ ঐ মনোহর ফল উৎপাদন করিয়াছে, তাহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানিতে পারিলাম না। কারণ কাল, ঐ বৃক্ষ বিনাশ করিবার সময় এমন কোন উপায় রাখিয়া যায় নাই, যাহাতে উহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় সুখের বিষয় বর্তমান সময়ে ব্যক্তিগণ কবিগণের জীবনী লিখিতে বিলম্ব করেন না। তাঁহাদের নিজের বাসনা পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশীয় জনসমূহের মনের আক্ষেপ নিবারণ করিতে সত্বর অগ্রসর হইয়া থাকেন। অধিক কি যে সকল কবিরত্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন খনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া

অন্ধকারেই বিলীন হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্মস্থান কোথায়, জনক জননী কে? তাঁহাদের গোপনীয় কার্য্যকলাপ কি এবং কিরূপেই বা কবিত্বরত্ন লাভ করিলেন; এই সকল জন সাধারণের গোচর করিবার জন্য অনেক কঠোর অধ্যবসায় সহকারে বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। সেই হেতু প্রথমে এত বাক্যব্যয়,— পরে একজন বিখ্যাত কবির জীবনী, অনুসন্ধানে যতদূর পাওয়া গেল তাহাই নিম্নে বিবৃত হইল। এই কবি কে, তিনি কাহার সন্তান, তাঁহার বাল্যলীলা হইতে শেষলীলা কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বর্ণিত হইল।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী খণ্ডঘোষের অন্তর্গত কৈয়ড় পরগণার মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণপুর গ্রামে কৌশিক গোত্রীয় পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী নামক এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন *। তাঁহার পুত্র ধনঞ্জয়; ইঁহার দুই পুত্র—শঙ্কর ও গৌরিকান্ত। ইঁহারা উভয়েই কবি এবং শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ঘনরাম তাঁহার জন্মস্থান ও বংশাবলীর

---

* ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস ধুলুই

সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিবার সময় যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল

কেয়ড় পরগণা র টী কৃষ্ণপুর গ্রাম ■

৮৬৫ পৃঃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

"ঠাকুর পরমানন্দ পৌষয়ান বংশে
ধনঞ্জয় সুত তাঁর সংসারে প্রশংসে
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরী রাম
তাঁর সুত ঘনরাম গুরু পদাশ্রম '

৬৯৯ পৃঃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গ

"চক্রবর্ত্তী ধনঞ্জয় তাহার তনয় দ্বয়
কবিবর শঙ্কর প্রধান
তদনুজ গৌরীকান্ত কাব্যসিন্ধু শান্ত দান্ত,
তত্তনুজ ঘনরাম গান"

৭২৮ ও ২৭২৯ পৃষ্ঠা, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী রাধনাথ নিকট শিহার গ্রামে কোকুমারী গোত্রীয় কুশধ্বজ রাজবংশে দ্বিজ গঙ্গাহরির কন্যা সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘনরাম মাতৃপরিচয়ে কখন সীতা কখন মহাদেবী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু ঘনরামের পৌত্র, শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং প্রপৌত্র, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

মহাশয়দ্বয়ের নিকট শ্যামাচরণ ঘোষ (১) দ্বারা জীবনী অনুসন্ধান সময়ে গঙ্গাদেবীকে ঘনরামের মাতা বলিয়া জানা হইয়াছে। জনকনন্দিনী সীতা অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন, এ কারণ এদেশে স্ত্রীলোকের নাম কেহ "সীতা" রাখেন না কিন্তু ঘনরামের পৌত্র শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জীবনী অনুসন্ধানের জন্য পরে আমি পত্র লিখি, তাহাতে তিনি ঘনরামের মাতার নাম সীতাদেবী বলেন। ঘনরাম মাতার বিষয় যাহা লিখিয়াছে, তাহাও নিম্নে প্রকটিত হইল, যথা ;—

"[illegible] সীতা গায়ত্রী সমা [illegible]"

৩৩৩ পৃঃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

"ঘনরাম ভণে [illegible] সীতার নন্দন [illegible]"

[illegible] পৃঃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

ঘনরাম মাতৃকুলের পরিচয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

'কৌকুসারি অবতংসে, কুলশেখর বংশে
দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান
তাঁহার দুহিতা সীতা, সত্যবতী পতিব্রতা,
তাঁর সুত ঘনরাম গান ॥'

৫৫০ পৃঃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

---

১ শ্যামাচরণ ঘোষ—কৈয়ড়ের গোমস্তা

আনুমানিক ১৬০০ বা ১৬০১ শকে ঘনরাম নামে গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তীর একমাত্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তীর বংশোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তীর চিরমেঘাচ্ছন্ন সংসারাকাশে ঘনরাম একমাত্র মেঘমুক্ত অকলঙ্ক শশধর উদিত হইয়া বংশের নামোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। মহাদেবী ও গৌরী কান্ত চক্রবর্ত্তীকে কে চিনিত? কে তাঁহাদের নাম অদ্য আলোচনা করিত? এই বংশে ঘনরাম না জন্মিয়া যদি শত অকর্ম্মণ্য পুত্র জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে গৌরাকান্তের নাম কে জানিত? মহাদেবীকেই বা রত্নগর্ভা বলিয়া কে আদর করিত? নীতিবিশারদ চাণক্য পণ্ডিতবরের একটী শ্লোক এই স্থলে স্মরণ হইল; যথা

"বরমেকো গুণী পুত্রো নচ মূর্খ শতান্যপি,
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারা গণোহপি চ।"

৮ম শ্লোক

ঘনরামই এই শ্লোকের প্রকৃত দৃষ্টান্ত স্থল। ঘনরাম বাল্যকালে অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন এ দেশে এ সম্বন্ধে অনেক

প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। বাহুল্যভয়ে সে সকল প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হইলাম। কৃষ্ণপুর অতি ক্ষুদ্র পল্লী, তথায় রীতিমত বিদ্যালয় ছিল না। বিশেষতঃ মুসলমান ভূপতিদিগের শাসন কালে বাঙ্গালাভাষাচর্চ্চার হ্রাস হইয়া রাজভাষা পারশীর সমধিক গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল, এমন কি ইহার কঠোর পেষণে দেবভাষা সংস্কৃত পর্য্যন্ত মৃতপ্রায় হইয়াছিল। জয়দেবের পর দেবভাষায় আর কেহ গ্রন্থ রচনা করেন নাই। অবশেষে ইংরাজ শাসনকালে বর্দ্ধমান জেলার মাড়গ্রাম নিবাসী মহাকবি রঘুনন্দন গোস্বামী অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু মুদ্রিত না হওয়ায় মানবনয়ন পথ বহির্ভূত রহিয়াছে। কৃষ্ণপুরে পারসী, বাঙ্গালা, ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী কেহ ছিলেন না। বিদ্যা শিক্ষায় পুত্রের বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া পিতা দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ঘনরামকে গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী উল্লিখিত জেলার অধীন রামবাটী গ্রামে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রপিতামহের (ঘনরামের ইষ্টদেবতার) নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন

করিতে দিয়াছিলেন। ঘনরাম রামবাটী গ্রামের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—

"শ্রীরাম দাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম
প্রভুপুত্র শ্রীরাম রামের মনস্কাম"

৮৩০ পৃঃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

অধ্যয়ন কালে ঘনরাম, তাঁহার একপাঠী-গণের মধ্যে বুদ্ধিচাতুর্য্যের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পঠদ্দশাতেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল ছোট ছোট কবিতা রচনা দ্বারা গুরুর নিকট কবি বলিয়া পরি-চিত হইলে, গুরু তাঁহাকে 'কবিরত্ন' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, - যথা;—

"ভাবি তব পদদ্বন্দ, দুই এক ভাবা ছন্দ,
কবিতা করিতাম পূর্ব্বকালে,
শুনে হ'য়ে কৃপান্বিত, বর্ণিতে বলিলা গীত,
গুরু ব্রহ্ম বদন-কমলে।
নিজ গুণে করি যত্ন, নাম দিলা কবিরত্ন,
কৃপাময় করুণা-আধান।"

৫ পৃঃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় কাহাকেও বলিতে হইবে না যে, বাল্য বিবাহই বঙ্গের অধঃপতনের

একটী প্রধান কারণ সেই প্রচলিত প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী তাঁহার এক মাত্র পুত্র ঘনরামের পাঠাবস্থায় নিজগ্রামে বিবাহ দিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে কন্যার পিতার নাম পাওয়া যায় নাই। যথা সময়ে ঘনরামের চারি পুত্র হইয়াছিল জ্যেষ্ঠ রাম রাম, দ্বিতীয় রাম-গোপাল, তৃতীয় রামগোবিন্দ, চতুর্থ রামকৃষ্ণ পুত্রগণের পরিচয়ে ঘনরাম এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা;—

"শ্রীরাম দাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম
কবিরত্ন ভণে প্রভু পুর মনস্কাম
শ্রীরাম পুর্ব্বকে প্রভু গোপাল গোবিন্দে
তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণে রাখিবে আনন্দে।"

রামকৃষ্ণ উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন ইনি শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গলের গান ব্যবসায় করিতেন ঘনরামের তৃতীয় পুত্রের হস্ত লিখিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল এখন ঘনরামের বাটীতে আছে রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, অপর এক পুত্রের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অদ্যাপি জীবিত আছেন, ইঁহাদের এখন পর্য্যন্ত কাহারো পুত্রাদি হয় নাই। ইহাদের সাংসারিক

অবস্থা পূর্ব্বরূপ আছে কোন প্রকার উন্নতি বা অবনতি হয় নাই। পূর্ব্ব হইতে ইহাঁরা শূদ্রের দানাদি গ্রহণ করেন না ঘনরামের বংশাবলীর পরিচয় লইয়া আর অধিক আড়ম্বরের অনাবশ্যক বোধে নিবস্ত হইলাম। অতঃপর মহাকবি ঘনরামের বিষয় বলিতে যাহা অবশিষ্ট আছে, এক্ষণে তাহাই বলিব।

ঘনরামের উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদনের অনতি-কাল পরেই তাঁহার পিতা গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তীর জীবলীলা শেষ হওয়ায় সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার শিরে ন্যস্ত হয় একারণ, বলা বাহুল্য,— ঘনরামের অধ্যয়ন এই অবধিই শেষ হইয়াছিল সংসারের কি অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ, সেই আক-র্ষণ, সেই কুহক, সেই মোহ জালে যিনি এক-বারে জড়ীভূত হইয়াছেন, তিনিই জানেন সংসার-মায়া কি ভয়ানক দূর হইতে সংসারকে স্বর্গ বলিয়া অনুমতি হয়; কিন্তু যতই তাহার নিকট অগ্রসর হওয়া যায়, ততই তাহার পথ কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। একে পিতৃবিয়োগজনিত দুর্ব্বিসহ শোক, তাহাতে আবার সংসারজালে

জড়িত হওয়ায়, কবির মনের প্রফুল্লতা এককালে শূন্য হইয়াছিল; বদনে হাস্যের লেশমাত্র ছিলনা। যে সহাস্য মুখে সতত কথায় কথায় সরস কবিতাসকল নির্গত হইত, সেই মুখ যেন তুহিনসম্পাতে নলিনদলের ন্যায় মলিন হইয়া গিয়াছিল। সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, আজ একজন পুত্রশোকে কাতর হইয়া রোদন করিতেছে, যে বদনে 'হা বৎস! হা বৎস।' করিতেছে, কাল আবার সেই শোকে জলাঞ্জলি দিয়া সেই বদনে হাস্য করিতেছে। যে আকাশে ঘোর ঘনঘটায় রবি শশী আচ্ছন্ন করিয়াছে, কাল সেই আকাশে মেঘজাল হইতে মুক্ত হইয়া প্রখর ও সুবিমল করে রবিশশী হাসিবে। কিছুদিন অতীত হইলে কবিবর ক্রমে পিতৃশোক বিস্মৃত হইলেন এবং সংসারমার্গও আর পূর্ব্বের ন্যায় দুর্গম বোধ হইতে লাগিল না। ক্রমে সকলি সহ্য হইয়া গেল। এইরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে, ঘনরামের চিত্ত কবিতার মোহিনীশক্তির দিকে পুনরাকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ দুই চারিটী কবিতা লিখিয়া বন্ধুগণের মনোরঞ্জন

দ্বারা জন সাধারণের নিকট কবি বলিয়া বিশেষ-রূপে পরিচিত হইতে লাগিলেন। পর্ব্বত গুহায় যেমন জলরাশি প্রবল হইলে, নদী রূপে পরিণত হইয়া দেশদেশান্তরে প্রবাহিত হয়, তেমনি মহাকবি ঘনরামের কবিত্বশক্তি ক্রমশঃ দিগ্দিগন্ত ব্যাপিনী হইয়া অবশেষে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুরের রাজসভা পর্য্যন্ত প্রচারিত হইযাছিল। মহারাজ যদিও অপরিণত বয়স্ক ছিলেন, তথাপি তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন, জনক জননী মহা-রাজের শুভক্ষণে "কীর্ত্তিচন্দ্র" নাম করণ করিয়া-ছিলেন। এ প্রদেশে মহারাজের ভুরী ভুরী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মহারাজ কবিবরের নাম যশঃ শ্রবণ মাত্র, তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত বর্দ্ধমানে লইয়া গিয়া রাজকবিপদে প্রতি-ষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কবি স্বাধীনচেতা ছিলেন। একারণ আবশ্যকমতে রাজসভায় উপস্থিত হও-য়ার প্রার্থনা করায়, মহারাজ স্বীয় ঔদার্য্য ও মহত্ব গুণের বশীভূত হইয়া কবির স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিবন্ধক না হইয়া বরং সন্তোষ সহকারে তাঁহার

াময়িক, বৃত্তি নির্দ্দেশপূর্ব্বক কবির বাক্যে স্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজের প্রশংসা বিবর শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের অনেক স্থলে বর্ণন করিয়াছেন, যথা ;---

" অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রসগান "

২২৭ পৃঃ।

"নূতন মঙ্গল দ্বিজঘনরাম গান।
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ "

৯৬ পৃঃ শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল।

কবি এইরূপে রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া রাজার াময়িক আনুকূল্যে সংসারচিন্তা হইতে অবসর াইয়া, গুরুর আদেশে এবং মহারাজ কীর্ত্তিন্দ্রের সাহায্যে, মহাকাব্য শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা ারম্ভ করেন। যথা;---

* * *

শুনে হয়ে কৃপান্বিত, বর্ণিতে বলিল গীত,
গুরু ব্রহ্ম বদন কমলে

* * *

ওপদপঙ্কজ মাত্র, মনেভাবি বসি যত্র,
মসিপাত্র ব রিয়া আশ্রয় ;
দোষ গুণ নাহি দেখি, যে কিছু লেখাও লিখি,
কলমে বসিয়া কৃপাময় "
ইত্যাদি ৫ পৃঃ শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল।

এবং ১৬৩১ শকে এই মহাকাব্য শেষ করেন যথা ;—

" বিষ্ণুর দ্বাদশ ভক্ত নিজ পদ পায়।
এত দিনে ধর্ম্মের বার্ম্মতি হ'ল সায়
সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ
শুন সবে যেকালে হইল সমাপন
শক লিখে রামগুণ রস সুধাকার
মার্গ কাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর
শুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তীথি
যাম সংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি
৮৯৭ পৃঃ শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা সম্বন্ধে একটী প্রবাদ অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। রণরাম নামে ঘনরামের কোন সম্পর্কীয় ভ্রাতা বা বন্ধু এবং ঘনরাম এই দুইজনে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। রণরাম, গ্রন্থের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত কবিতার প্রথম চরণ রচনা করেন এবং ঘনরাম প্রতি কবি-

তার শেষ চরণ দ্বারা কবিতা পূরণ করেন। এই জন্য এই মহাকাব্যের অধিকাংশ স্থলে প্রথম চরণ হইতে শেষ চরণে যমক অনুপ্রাসাদির অধিক পরিমাণে পারিপাট্য দেখিতে পাওয়া যায় যথা ;—

"বাছুরে যাদবানন্দ প্রেমানন্দ হবি
বাপ ধন বাছাব বালাই লয়ে মরি" *
"নিশা নাশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রা মায়া।
উপনীত গোবিন্দ তনয় সুত জায়া"
"ধুমসীর ধমকেতে ধূলা উড়ে যায়
গোদা বেটা গভীরে গোবিন্দ গীত গায়" *
"ধর্ম্মপথ ধেয়ায়ে ধনুকে দিল গুণ
সুধন্বা রণেতে যেন সাজিল অর্জ্জুন" *

* * *

"দিক দণ্ড দিবায় হইল উপনীত॥" *
"টোপব মাথায় দিয়ে বসিল দম্পতি।
হেনকালে মাহুত যোগায় লয়ে হাতী" *

কথিত আছে ঘনরামের অনুপস্থিতিতে একদা রণরাম শেষ কবিতাটির উভয় চরণই রচনা করিয়াছিলেন। ঘনরাম উপস্থিত হইয়া ;—

* যাহাদের নিকট উল্লিখিত প্রবাদটী শুনিয়াছি এই পদ্য গুলিও তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি

"হেন কালে ম হু৩ যোগায় লয়ে হাতী "

এই চরণ্টীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তৎক্ষণাৎ ;—

"যতনে কৌতুক দেখ ৫তেক যুবতী "

এই চরণটী রচন দ্বারা কবিতা পূরণ করেন।

রণরাম ও ঘনরাম এই দুই জনের রচিত বলিয়া যে একটী প্রবাদ উল্লিখিত হইল, তাহার অপর কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনায় ঘনরামের একাধিপত্য যশের আর কাহাকেও অংশী করিতে বাসনা করি না। কবিবরের জীবনী অনুসন্ধানে যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে ঘনরামই এই মহাকাব্যের একমাত্র রচয়িতা। এরূপ কিম্বদন্তি বঙ্গে আজ কিছু নূতন নহে। বাঙ্গালা মহাভারতপ্রণেতা বর্দ্ধমান জেলার অধীন সিঙ্গীগ্রামনিবাসী কবিবর কাশীরাম দেবদাস সম্বন্ধেও এইমত একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, যথা ;—

"আদি সভা বন বিরাটের কিছু দূর
ইহা রচি কাশীরাম গেলা স্বর্গপুর "

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এই কয়টী পর্ব্ব

রচনার পর কাশীরামদাসের জীবলীলা শেষ হওয়ায় কেন মতে, তাঁহার জামাতা এবং অপরাপর মতে তাঁহার পুত্র, এই মহ গ্রন্থের অবশিষ্ট পর্ব্ব কয়টা রচনা করেন। কিন্তু মহাভারতের আদ্যোপান্ত রচনাপ্রণালী ও ভাবের সামঞ্জস্য প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যদি সমালোচন করা যায়, তাহা হইলে এক ভিন্ন দুই কি ততোধিক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। ঘনরাম সম্বন্ধে এ প্রবাদও আমাদের মতে, সেইরূপ জনসাধারণের কপোলকল্পিত বলিয়া অনুমিত হয়।

ঘনরামের বর্দ্ধমান নগরে গমনাগমনের পর তিনি পার্সী ভাষা শিক্ষা করেন

সংসার অনিত্য, ইহা নূতন কথা নহে জগতের বাল্যকাল হইতেই নিত্যানন্দের অ দেশে কত যে নরনারী আপন আপন পর্যটন করিয়া কত রঙ্গ ভঙ্গে ক্রীড় করতঃ শেষে কোথায় অবসর লইলেন, কেহই বলিতে পারে না। সেদিন এক সুধীর মহাত্মা আমাদের নয়নপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কতই লীলা করিতেছিলেন,

আজ তিনি দারা সুতের চক্ষে ধূলী দিয়া বন্ধু-বান্ধবের হৃদয় তমসাবৃত করিয়া জন্মের মত মায়াবলে লুক্কায়িত হইলেন। এবং সংসারের অনিত্যতার যথার্থ জাজ্বল্যমান প্রমাণ রাখিয়া গেলেন। আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তাঁহার সুন্দর গম্ভীর মুর্ত্তি আর আমাদের চক্ষে পড়ে না। মনে হয়, তাঁহার অবয়ব ভাবিয়া দেখি, কিন্তু সেরূপ আর দেখিতে পাই না, মায়ান্ধকার আসিয়া জ্ঞানচক্ষু আবরিত করিয়া ফেলে এবং কল্পনাকে প্রশ্রয় দান করিয়া অসুখ-কর নানারূপ ভয়প্রদর্শন করাইতে থাকে। অব-শিষ্ট তাঁর যশঃকলাপ কালের কুটিল ভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া বহুবিধ রঙ্গে প্রকাশিত হয়। তাঁহার নাম,—কোথাও কুকথা, কোথাও সুকথার সহিত মিলিত হইয়া কখন দীন কুটিরে, কখন রাজ প্রাসাদে ক্ষণকালের নিমিত্ত বায়ু আন্দোলন করিয়া থাকে এবং কোথাও কখন প্রাণ-বায়ুর সহিত ধর্ম্মশীল জনের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহা আরো মধুরতাময় করে, আবার কোথাও বা কখন দুর্ব্বৃত্তজনের উপহাসপূর্ণ ঘন

নিশ্বাসের সহিত দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। তপস্বী, যোগী, ঋষি ও সন্ন্যাসী এইরূপ কত মহাত্মা ভারতে পদার্পণ করিয়া জ্ঞানী, অজ্ঞানীগণের মধ্যে সার তত্ত্বের বিষয় কতই বিস্তারিত করিলেন, তাহা শুনিলাম, কিন্তু তাঁহাদের জন্ম মৃত্যুর বিষয় অব-গত হইতে বাসনা করিলে তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। যতদিন তাঁহারা ধরাধামে বিচরণ করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহারা পৃথিবীর শোভা-স্বরূপ ছিলেন। মস্থণ-সংসারে তাঁহাদের পদস্খলিত হইল, ভ্রম অমনি তাহার অন্ধকারময় হস্তে আমা-দের নয়ন আচ্ছাদন করিল। এইরূপে ও অন্য প্রকারে সংসার অনিত্য হইলেও আমাদের দেহ যতদিন না অন্তের দৃষ্টির অগোচর হইতেছে, তত দিন আমরা সাধুহৃদয় হইতে উচ্ছলিত সারগর্ভ বাক্যপ্রচারক গ্রন্থের উপর মনশ্চক্ষু সংযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকি ও তদ্দ্বারা পবিত্র জ্ঞানোপার্জ্জন করি। সংসার অনিত্য, মানব দেহ অনিত্য, অনিত্য সংসারে অনিত্য দেহ নিত্য বিষয় চিন্তার বাসস্থান হইয়া সংসারকে প্রেম, ভক্তি,

শ্রদ্ধায় বদ্ধ করিবার জন্য যখন মধুর স্পষ্ট শব্দ বাহির করে, তখন ঐ বিমল দেহ আমাদের ধর্ম্মসুখের উপায় এবং অনিত্য হইয়াও আমাদেব মনে নিত্যের কার্য্য করিয়া যায়। কালের গতি যে দিকেই উহক, আর, সাধারণের রুচিগত ভাব যাহাই হউক, যথার্থ সাধুগণের সদ্ভাব স্থানে স্থানে, সময়ে সময়ে প্রশংসিত কিম্বা নিন্দিত হইলেও ভক্ত পক্ষপাতী দিগের নিকট অতিশয় মূল্যবান ও আদরের ধন তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। সাধুবর্গ সাধুগণের অন্তরে চিরস্থায়ী রূপে বাস করিয়া থাকেন ; কারণ যাহারা দুগম ধর্ম্মপথের কণ্টক মুক্ত করিতে গিয় অসহ্য যাতনা সহ্য করিয়া ছেন, এবং সেই পথে অন্যকে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন পাইয়াছেন, তাঁহাদের মহত্ত্ব একেবারে বিস্মৃত হওয়া কেবল মনের নীচতার পরিচয় এবং প্রতিভার অনাদর ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

ঘনরামের আবির্ভাব কাল নিরূপণ যেমন দুর্জ্ঞেয়, তিরোভাবও তদ্রূপ। তিনি কি ব্যাধি-

গ্রস্থ হইয়া কোন্ শকে মানবলীলা সম্বরণ করেন, তাঁহার অধস্তন বংশাবলীর মধ্যে কেহ বলিতে পারেন না তবে এই মাত্র বলেন যে, শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল রচনা করণান্তর কিছু দিবস থাকিয়া নিজ গ্রামে আত্মীয় পরিবারবর্গ বেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন কবি মৃত্যুকালে কিরূপ ধর্ম্মনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সেই সময়ে এমন লোক কেহই নিকটে ছিল না যে ঐ কীর্ত্তনটীর প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া উহা স্মৃতিপথে বা লিখিয়া রাখিতে পারে। অথবা কবি, ধর্ম্মগীতটী রচনা করিয়াছিলেন মাত্র, কণ্ঠের জড়তাপ্রযুক্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই, এই জন্যই আমরা ঐ অমূল্য কীর্ত্তনটী হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আহা! যদি তাহা না হইত তবে মৃত্যু সময়ে ইহকাল ও পরকালের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইলে মানব হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, আমরা তাহার একটী অকৃত্রিম চিত্র দেখিতে পাইতাম।

অনেকে বলেন, মহাকবি ঘনরাম কবিরত্নের চরিত্র যুধিষ্ঠিরের ন্যায় বিশুদ্ধ ছিল, সরলতা তাহাতে চির বসতি করিত। যিনি একবার তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিযাছিলেন, তিনি আর কখন তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার অমায়িকভাব দেখিযা সকলেই তাঁহার বাধ্য হইয়াছিল, তিনি কথায় কথায় সকলকে হাসাইতেন, যমক, অনুপ্রাস তিনি সহজ কথায় সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন।

কবিবরের মৃত্যুর পর আর তাঁহার বংশে এপর্য্যন্ত কাহারও লেখনী হইতে কবিতা নিঃসৃত হয় নাই। কবি হইব বলিয়া মনন করিলেই কবি হওয়া যায়না। কবি কে? গণনা করিয়া চৌদ্দ অক্ষর মিল করিতে পারিলেই কবি হয় কি? মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলিয়াছেন ;—

"কে কবি কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যমদমী? তার শিরোপরি
শোভে কি [redacted] শোভা যশের রতন?"

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

ঈশ্বর দত্ত প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা বিভূষিত ব্যক্তিই কবি! একটী কবির যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, ঘনরামে তাহার কিছুই অভাব ছিলনা! একজন প্রকৃত কবির যাহা থাকা আবশ্যক, ঘনরামের তাহা সমুদায়ই ছিল। কল্পনা তাঁহার ভাবভাণ্ডারের দ্বার রক্ষাকারিণী ছিলেন, কণ্ঠদেশে বাগীশ্বরী সর্ব্বদা বীণা ধারণপূর্ব্বক আসীনা থাকিয়া সুললিত স্বরে বীণা বাদন করিতেন। কবি কখনও বীর, কখনও রৌদ্র, কখনও ভয়ানক, কখনও করুণ, কখন বা বীভৎস রস বর্ণন দ্বারা রচনার ভূয়সী ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন।

যে দেশ প্রতিভার আদর জানেনা, ঘনরামের সেই দেশে জন্ম বলিয়াই তাঁহার নাম এতদিন লুপ্তপ্রায় ছিল। নতুবা কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সুললিত কবিতানিকর আজ পর্য্যন্ত লুপ্ত কেন? আজ কা'ল য়ুরোপ প্রতিভার আদর করিতে যেরূপ শিক্ষা করিয়াছেন, পৃথিবীতে কখন কোন জাতি সেরূপ আদর জানিত কিনা বলিতে পারিনা। দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণকে

কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয়, ইংলণ্ড আজ তাহার উত্তম রূপে পরিচয় দিতেছে। প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল মহাকবি সেক্সপিয়ারের মৃত্যু হইয়াছে। জীবিতাবস্থায় তাঁহার যে প্রকার আদর ছিল, এক্ষণে তাঁহার আদর তাহা অপেক্ষা যে কতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা লিখিয়া ইয়ত্তা করা যায় না। সম্প্রতি যে সেক্সপিয়ারের সমাধি উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহার মৃত দেহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ করার কল্পনা হইতেছে, জীবিতাবস্থায় সেই সেক্সপিয়ারকে বালস্বভাবসুলভ চঞ্চল বুদ্ধির জন্য কিনা কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। গ্রীস দেশবাসী ইলিয়ার্ড মহাকাব্য-প্রণেতা মহাকবি হোমর জীবদ্দশায় অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে বীণা বাদন করিযা মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আদরের প্রকৃত বস্তু হওয়াতেও কেহ উপযুক্ত আদর করিত না। যদি তাঁহাকে উদরান্নের নিমিত্ত ঐ মত দ্বারে দ্বারে ফিরিযা অমূল্য সময় নষ্ট করিতে না হইত, তাহা হইলে ঐ সময উপযুক্ত কার্য্যে ব্যয় করিলে বোধ হয় ইলিয়ার্ডের ন্যায় আরও কতগুলি মহাকাব্য

রচিত হইতে পারিত, তাহা বলা যায় না কিন্তু সময়ের এমনি বিচিত্রগতি, যাঁহার কাব্য এখন কত শত দেশে কত শত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া অসংখ্য লোকের জীবিকা হইয়াছে, তিনি একমুষ্টি তণ্ডুলের ভিখারী ছিলেন। প্রতিভার আদরের গুণে তাঁহার পুস্তক এখন সকল দেশের আদরের ধন, এবং তাঁহার জন্ম স্থান লইয়া সাতটী আয়োনিয়ান্ দ্বীপ সর্ব্বদা বিবাদ করিতেছে। কবিদিগের জীবদ্দশায় যদি প্রকৃত আদর করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা সমাজের অনেক উপকার সংসাধিত হয়। যদিও ইংলণ্ডের পূর্ব্বের আদর আজ কালিকার আদরের কাছে আদরই নয়, তথাপি ভারতের সহিত তুলনা করিতে হইলে ইংলণ্ডের পূর্ব্বাবস্থা ভারত অপেক্ষা লক্ষগুণে উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। ইংলণ্ডবাসী সমাধির উপর কবিতায় কবির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এবং জন্ম মৃত্যুর সময় নির্ণয় করিয়া স্মরণ চিহ্ন রাখিত। ভারতের কবিগণের চিতার উপর কোন সমাধি স্তম্ভ দ্বারা স্মরণচিহ্ন রাখা দূরে থাক্, তাঁহাদের জন্মস্থান যে কোথায় ছিল,

কোথায় কিরূপে তাঁহাদের লীলা সম্বরণ হইয়াছিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। প্রতিভার অনাদরই ইহার এক মাত্র কারণ। যদি কবিগণের চিতাভস্মের উপর শিল্প কার্য্যদ্বারা মঠ নির্ম্মাণ করিয়া, তদুপরি তুলসী রোপণ-পূর্ব্বক, কবির জন্ম, মৃত্যুর সময়, জন্ম স্থানাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা থাকিত, তাহা হইলে আজ বেদ ব্যাস, বাল্মিকি, কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, শ্রীহর্ষ, জয়দেব প্রভৃতি মহা-কবিগণের সমাধি দেখিতে জর্ম্মণ দেশ হইতে কতশত যাত্রী আসিত; আমরাও ঘনরামের চিতার সমাধিস্তম্ভ দেখিয়া জন্ম মৃত্যুর সময় নিরূপণ করিয়া লইতাম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এদেশে সেরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল না। দুঃখের কথা আর কি বলিব, এ পোড়া দেশ প্রতি-ভার আদর করিতে আজ পর্য্যন্ত কৈ শিখিয়াছে? আর যে কতকাল শিখিবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে? এ হুজুগে দেশ, হুজুগ লইয়াই মত্ত! হুজুগেই সব মাটি হইল, হায়? এদেশে যদি প্রতিভার আদর জানিত, তাহা হইলে মেঘনাদ বধ

কাব্যপ্রণেতা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে কি দাতব্য চিকিৎসালয়ে গিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইত ? না, আজ তাঁহার পুত্রকে অন্নের জন্য লালায়িত হইতে হইত ? আহা, লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, লেখনী স্তম্ভিত হইতেছে, যাহার পিতা অমূল্য রত্ন "মেঘনাদ বধ কাব্য" প্রণেতা,—যে 'মেঘনাদ বধ কাব্য' একটী বৃহৎ ভূসম্পত্তি সমতুল্য তাহার আজ অন্নাভাব ! হায় ! পোড়া দেশের লোক, তোমাদের কি হৃদয় নাই,—যে মেঘনাদ বধ কাব্য পাঠকালে সংসার ভুলিয়া স্বর্গে আছ, কি মর্ত্তে আছ তাহার নিশ্চয়তা থাকে না, পড়িতে পড়িতে উন্মাদ হও, যে মেঘনাদ বধ কাব্যের মেঘনাদ তুল্য ভেরীনিনাদ শুনিয়া দুর্ব্বল বাঙ্গালীর হৃদয়ে বীর রসের আবির্ভাব, যে গ্রন্থ পাঠে আজ দলে দলে বাঙ্গালী বলাণ্টীয়ার হইতে সচেষ্ট, সেই গ্রন্থপ্রণেতার দাতব্য চিকিৎসালয়ে জীবনত্যাগ কি বাঙ্গালীর সহজ কলঙ্কের কথা ? হায় বঙ্গবাসি সেই গ্রন্থপ্রণেতার পুত্রের অন্নাভাব কি করিয়া অম্লানবদনে, স্থিরনেত্রে দেখিতেছ ? কেমন করিয়া তোমাদের মুখে আহারীয়

উঠিতেছে ? কেমন করিয়া আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইতেছ ? কে বলে বাঙ্গালীর হৃদয় কোমল ? তোমরা একটী বৈদেশিক ব্যাপারে রাশি রাশি অর্থের অপব্যয় কর, কিন্তু গৃহের অভাব মোচনে উদাসীন থাক, আর উদাসীন থাকিও না এই ভারতে পঞ্চবিংশতি কোটী মানবের বাস, অধিক অর্থ ব্যয় করিতে বলি না, সকলে যদি এক পয়সা করিয়া দিয়া মাইকেলের পুত্রের সাহায্য করেন, তাহা হইলে আর প্রতিভাব অনাদর থাকে না, বরঞ্চ প্রকৃত আদরই করা হয়। প্রতিভার অনাদরে দেশ মহদ্ব্যক্তি-শূন্য হইল, কেশব, দয়ানন্দ, মাইকেল তোমাদিগকে অকালে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। বঙ্গের দ্বিতীয় জয়দেব মহাকবি, রঘুনন্দন গোস্বামীর ত্রিশখানি সংস্কৃত মহাকাব্য, ভাগবতের উৎকৃষ্ট টীকা, ও চিকিৎসাগ্রন্থ অপ্রকাশিতাবস্থায় লুপ্ত হইতে চলিল। অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে, আর একয়খানি গ্রন্থ কেন ধ্বংস হয় ? আমাদের মতে সকলে কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ঐ সকল গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় বহন করিয়া প্রতিভার

আদর করা উচিত। কেবল দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতায় কিছু হইবে না, সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত করা চাই!

মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর এদেশে কবিকুলচুড়ামণি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাস্তবিক ভারতচন্দ্র একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাকবি তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার ভাষা ও ছন্দের বিশেষ পারিপাট্য আছে সত্য পক্ষে বলিতে গেলে তাঁহার দ্বারা বঙ্গ ভাষার যুগান্ত কাল উপস্থিত হইয়াছে। মহাকবি ঘনরামের কাব্য কীট দষ্ট পুথি আকারে না থাকিয়া যদি এত দিবস জন সমাজে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে ঘনরাম যে কিরূপ প্রতিভাশালী মহাকবি ছিলেন, তাহা এত দিন লোকে জানিতে পারিত। ভারতচন্দ্র অপেক্ষা ঘনরাম পূর্ব্ববর্ত্তী কবি এবং ঘনরাম হইতে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ আরো অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। সুতরাং কবিকঙ্কণ হইতে ঘনরাম অনেক উপকরণ পাইয়াছেন এবং উল্লিখিত দুই জন কবি হইতে ভারতচন্দ্র বহুল পরিমাণে উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,

ইহা বলা বাহুল্য। যদি চণ্ডী কাব্য, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর বিশেষ রূপে সমালোচন করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে। অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর চণ্ডীকাব্যের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। শ্রীমন্ত ও সুন্দরের মশানে যাও দেখিতে পাইবে, একই ভাব। এইমত আবো অনেক স্থল আছে, যাহাতে ভাবতচন্দ্র চণ্ডী কাব্য হইতে কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রেব পাটনীর নিকট অন্নদার কৌশলপূর্ণ আত্ম পরিচয়ে ঘনবামের লাউসেনের নিকট ভগবতীর আত্ম পরিচযের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। এই মত অনেক স্থান আছে, বাহুল্য হেতু উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হইলাম। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বাহ্য জগৎ, মানব প্রকৃতি বর্ণনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আমাদের মতে কবিকঙ্কণ বঙ্গকবিকুলচূড়ামণি। ভারতকে যে সিংহাসন প্রদান করা হইয়াছে, কবিকঙ্কণ ঐ সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। তাহার নিম্নে ভারত, ঘনরাম ও মাইকেলের স্থান।

যদ্যপি বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় ঘনরামের শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে ঘনরামকে কে জানিত? হয়ত চিরজন্য মৃগনাভি কৌটায় আবদ্ধ থাকিত, জনসমাজে তাহার সৌরভ প্রাপ্ত হইত না। এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণে দেখিতে পাইল; যোগেন্দ্র বাবু এই কার্য্য সাধন দ্বারা বঙ্গমাতার শিরোদেশে একটী কহিনুর স্থাপন করিয়াছেন, এইজন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এ ভারতে কিসের অভাব ছিল;—কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, গগনমার্গে পুষ্পকরথ চালন কৌশল, এ সমস্তই ভারতে ছিল, কেবল মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে ঐ সকল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়, শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী কৃত ষাটি হাজার বৈষ্ণব গ্রন্থ ছিল হায়! কি আক্ষেপের বিষয়, মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার না থাকায় ঐ সমস্ত গ্রন্থ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। ঘনরাম কি কবি হইয়াই একবারে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন? কখনই না,—কত কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। দুরদৃষ্টবশতঃ দেশে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার এবং প্রতিভার আদর না থাকায় ঐ সকল কবিতা মানব নয়ন-পথ-বিরল হইয়াছে। কেবল শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কতিপয় গায়ক শ্রেণীর আদরের ধন বলিয়া যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ঘনরামের চতুর্থ পুত্র শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের গীত ব্যবসায় করিতেন।

ঘনরামের পূর্ব্বে আরো দুইজন দুইখানি শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ময়ূরভট্ট সর্ব্ব প্রথম। মহাকবি ঘনরাম ও রূপ-রাম উভয়েই তাঁহাদের অনেক স্থানে ময়ূরভট্টর স্তব ও প্রশংসা করিয়াছেন যথা ;—

"শ্রীধর্ম্মের মায়া কহনে না যায়।
ময়ূরভট্টি বন্দি দ্বিজ রূপরাম গায় "
(রূপরামী শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

"ময়ূর ভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্যকবি "
(১৪পৃ ঘনরামী শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

'হাকন্দ পুরাণমতে, ময়ূর ভট্টের পথে,
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম্ম সভায় "
(ঘনরামী ১৪পৃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

ঘনরামের জন্মস্থানের কিছু দূরে শ্রীরামপুর নিবাসী ৺ রূপরাম চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয় এবং ঘনরাম সর্ব্বশেষ। প্রথমোক্ত দুইখানি গ্রন্থ মুদ্রিত না হওয়ায়, জনসাধারণের দৃষ্টি পথে পতিত হয় নাই। আমাদের বাটীর দুই ক্রোশ ব্যবধান কুয়াড়া গ্রামে* রূপরামী শ্রীধর্ম্মমঙ্গল আছে, ইহাও চব্বিশ পালায় শেষ করা হইয়াছে। আমরা পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণার্থে রূপরামী শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের যথেচ্ছা কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম যথা ;—

"শ্রীধর্ম্মের মায়া কহনে না যায়
ময়ূর ভট্টি বন্দি দ্বিজ রূপরাম গায় "
"শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গীত শুন সর্ব্বজন
গায় দ্বিজ রূপরাম দৈবজ্ঞি নন্দন "
"পাষণ্ডী জনার শিরে পড়ুক বজ্জর
দ্বিজ রূপরামে গায় শ্রীরামপুরে ঘর "
"শ্রীধর্ম্মের মায়া কহনে না যায়।
অনাদ্য মঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় "

---

*এই পুথির শেষ পৃষ্ঠায় ১১৮৭ সালে এই পুস্তক রামচন্দ্র পুর মহাতার নকল করা হইল"। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে ১১৮৭ সালের পূর্ব্বে রচিত হইয়া বিশেষ রূপে প্রচারিত হইয়াছিল।

রূপরামের শ্রীধর্ম্ম মঙ্গলের গান আমরা অনেক-বার শুনিয়াছি; যদিও ঘনরাম অপেক্ষা ইহাঁর রচনা উৎকৃষ্ট নহে, তথাপি ইনি কাশীরামের সমতুল্য কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ কাব্য খানি মুদ্রিত না হওয়ায়, লুপ্তপ্রায় হইতে চলিল।

যে সময়ে মহাকবি ঘনরাম প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন, সেই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা অতিশয় বিশৃঙ্খল। দক্ষিণ ভারতে মহা-রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল হইয়া মোগল সম্রাট আরঙ্গজীবকে অতিশয় বিপদগ্রস্থ করিয়া-ছিল, এবং আরঙ্গজীবও দেশীয় পণ্ডিত বা কবি-গণকে কোনরূপ রাজ সমাদরে উৎসাহিত করেন নাই, সুতরাং ঘনরাম স্বাধীন ভাবে কবিতা রচনা করিতে পারেন নাই। যদি ঘনরাম কোন হিন্দু স্বাধীন রাজার আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে জয়দেব, কালিদাসের মত উন্নত উন্নত কবিতা রচনার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারিতেন।

অতঃপর আমরা মহাকবি ঘনরামের জীবনী উপসংহার করিতে চলিলাম, উপসংহারে আমা-দের এই গ্রন্থ সমালোচন করার ইচ্ছা ছিল,

কিন্তু এতবড় গ্রন্থের সমালোচন এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে সম্ভব নহে সেই জন্য সমালোচন না করিয়া ঘনরামী শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় ১২৯০ সালের ৩ চৈত্রের বঙ্গবাসীর ক্রোড়পত্রে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অবিকল নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

"ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল বঙ্গসাহিত্য সংসারে এক অপূর্ব্ব বস্তু পূর্ব্বে অনেকেই সন্দেহ করিতেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় আজও অমুদ্রিত অবস্থায় এরূপ মহাকাব্য বর্ত্তমান থাকা সম্ভব কি? এ মহাকাব্য ২৪ সর্গে বা পালায় বিভক্ত; প্রায় কুড়ি হাজার কবিতা আছে। বাঙ্গালায় কোন্ মহাকাব্য ইহার সমতুল? মহাভারত, রামায়ণ, অনুবাদ মাত্র;—কিন্তু শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের ন্যায় মৌলিক মহাকাব্য বঙ্গের ভাষা ভাণ্ডারে আর কি আছে? কাব্যের গল্প উপকথা নহে, আকাশ কুসুম নহে, মস্তিষ্কের বিকৃতি নহে,—বাস্তব-ঘটনা একাব্যের একাংশীভূত। একাব্য ঐতিহাসিক, তবে কবিকল্পনায় ঐতিহাস কাব্য-

রসে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গদেশ যখন স্বাধীন ছিল,—পালবংশীয় রাজাগণ যখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, যখন বাঙ্গালী-বীরের পদভরে বঙ্গভূমি কাঁপিত,—সেই সময়—বঙ্গের সেই শুভ সময়—এ কাব্যের উৎপত্তি কাল। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে গৌড়েশ্বর বঙ্গভূমি শাসন করিতেছেন, যমদূত সদৃশ নবলক্ষ সেনা বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিত হইয়া বীরদর্পে হুঙ্কার রবে পৃথিবী কম্পিত করিতেছে; এমন সময়ে অজয় নদ-তীরবর্ত্তী ঢেকুর রাজ্যের অধীশ্বর ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইল,—গৌড়ের ভূপতিকে আর কর দেয় না, তাঁহার হুকুম মানে না। গৌড়েশ্বরের সহিত ইছাই ঘোষের যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু বঙ্গের ভূপতি এ মহাযুদ্ধে পরাজিত হইয়া গৌড়ে পলায়ন করিলেন,—ইছাই ঘোষের জয় জয়কার হইল কাব্যের প্রারম্ভেই এই দৃশ্য; এই ঘটনাই এ মহাকাব্যের মূল সূত্র। গৌড়নগরের ভূপতির মরমে শেল বিঁধিয়া রহিল,—একজন সামান্য রাজার নিকট গৌড়েশ্বরের পরাজয়, এ অপমান তাঁহার সহ্য হইল

না,—কিরূপে ইছাই-বীজ উচ্ছিন্ন যায়, ইহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

ইছাই, মহাশক্তি ভগবতীর সেবক;—প্রচণ্ড, গোঁয়ার, দুর্দ্ধর্ষ। এমন সময় ধরাধামে ধর্ম্মের অবতার, শান্তমূর্ত্তি, রণনিপুণ, অমিত-সাহসী লাউসেন জন্মগ্রহণ করিলেন! লাউ-সেন, গৌড়েশ্বরের শ্যালিকাপুত্র সেনের ভুজ-বীর্য্য, বুদ্ধি বিদ্যা দেখিয়া ভূপতি ভাবিলেন, এই বীরবরের দ্বারাই আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে—ইহাঁরই হস্তে ইছাই ঘোষের বধ সাধন হইবে। লাউসেন, রাজার বড় প্রিয়পাত্র হইলেন। রাজমন্ত্রী মহম্মদ, সেনের উপর নৃপতির ভাল-বাসা দেখিয়া ভাবিল, এই লাউসেনই আমার সর্ব্বনাশ করিবে, সম্ভবত শেষে বুঝি মন্ত্রিত্ব কাড়িয়া লইবে; অতএব কলে, কৌশলে, উপায় মন্ত্রণায়—লাউসেনের বধসাধন করিতে হইবে। এক দিকে ভূপতির ভালবাসা অপর দিকে মন্ত্রী মহামদের বধচেষ্টা এক দিকে অমৃতকুণ্ড; অপরদিকে বিষভাণ্ড;—এই সুখ দুঃখের চক্রমধ্যে পড়িয়া কাব্যের নায়ক বীর-

বব ল উমেশের চরিত্রে সংগঠিত হইতে লাগিল, বীর্য্যবহ্নির স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল ইরূপ নায়ক উপনায়কের ধ ও প্রতিঘাতে ললিত গতিতে অথচ ঘোররবে,—কুসুম-ববষণে অথচ তরবারির ঝঞ্ঝাবাতে এ মহাকাব্য চলিয়াছে, হাস্যরসের তরঙ্গ কতবার খেলিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? বঙ্গের অপব কোন্ কাব্যে এ নয়ন-মোনহব দৃশ্য আছে? কুলটা কিরূপে পরপুরুষের মনভুলায়, সাধুপুরুষ কিরূপে কুলটার মায়া ফাঁদ অতিক্রম করে, অবিবাহিতা নবযুবতী মনে মনে আজন্ম-পূজিত মনোমোহিত বর বিনা কেমনে অন্যের গলায় বরমাল্য অর্পণ করে না, অশেষ যন্ত্রণাপ্রাপ্ত সাধ্বী স্ত্রীর পতিপদ বিনা কিরূপে পবপুরুষের পানে মন টলে না, এসকলেব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ধনরাগে আছে।

এই লুপ্তপ্রায় অপূর্ব্ব-গ্রন্থের বিষয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাধারণীতে, বান্ধবে, এডুকেশন গেজেটে সমালোচিত হইয়াছিল। সকলেই একমুখে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যেমন গ্রীক ভাষায় হোমর, লাটিন ভাষায়, বার্জিল, সেইরূপ বঙ্গ ভাষায় ঘনরাম। কিন্তু এই পতিত অভিশপ্ত দেশে এই হতভাগ্য কবির আদর হইবে কিনা জানি না।

আর একটী কথা বলিব ঘনরাম তাঁহার কাব্যমধ্যে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কপোলকল্পিত নহে মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়নানগর নায়কের জন্ম; রাজবাটীর ভগ্ন প্রাসাদ এখন স্তূপীকৃত, জঙ্গলময়; ময়নাগড়ের এখনও অস্তিত্ব রহিয়াছে ইছাই ঘোষের রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও সেই অজয় নদের অনতিদূরে অবস্থিত আরাধ্যা দেবী মহামায়ার মন্দিরচূড়া খসিয়া পড়িয়াছে—প্রস্তরময়ী কালিকা দেবীর লোল রসন এখনও লহ লহ করিতেছে তবে এখন আর সে স্থলে মানুষ নাই,—শৃগাল, বরাহ, ভল্লুক বিচরণ করিতেছে। পণ্ডিতপ্রবর হণ্টার সাহেব, তাঁহার "Annals of Rural Bengal" নামক পুস্তকে ইছাই ঘোষের কথা সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন আর আজ সেই পালবংশীয় মহারাজের বজ্র সিংহাসন গৌড়-

নগরের জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত ছিল,—ব্যাঘ্র তাহার রাজা; ভল্লুক, মন্ত্রী; শৃগাল, নকীব। আধুনিক মালদহের নিকট এই গৌড়-মহারণ্য অবস্থিত। কৌতুহলাক্রান্ত পাঠক, এই সকল ভূমি স্বচক্ষে দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করিতে পারেন।”

“ঘনরাম প্রকাশক শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।”

ঘনরামের জীবনী পাঠে পাঠকগণ যদি উৎসাহ প্রদান করেন তবে, কবি, সাধক এবং গায়কগণের যে সকল জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে সে সকল শীঘ্র প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

সম্পূর্ণ।

আমেরিকা আবিষ্কার কাব্য।*

(অপ্রকাশিত)

যাইতে করেছি বাঞ্ছা অকূল সাগরে
কল্পনা তরীতে চড়ি তবে পাল তুলি,
নাহি ... তেহ রূপ অনুকূল বায়ু বেগে
যথায় ভাসায়ে পোত নির্ভয় অন্তরে
পশ্চিম সাগরে স্থল করিতে নির্ণয়
অজয় হৃদয়ে পূর্ব্বে 'কলম্বস বীর
গিয়া করিলেন নব ধরা আবিষ্কার
হেরি সেই সব স্থান সাধ বাঞ্ছা হয়
মনে, শ্বেত পদ্মাসনা দেবী বীণাপাণি
গাইব সে গীত এবে বঙ্গের সঙ্গীতে
অপাঙ্গে যদ্যপি কৃপা কর কৃপাময়ী,
কি অসাধ্য তব মতে যার পদে তুমি
দেহ যদি কৃপা করি পদ ছায়া দাসে
ত' হলে ডুবাই মাত সন্ত্রস সাগরে
বঙ্গবাসিগণের এ চির ভীরু নাম,
অকলঙ্ক করি তবে সকলঙ্ক চাঁদে
ক ও তুমি দাসে দেবী কেমনে উদিল
এ ভাব যশস্বি মনে, পারাবার মধ্যে
আছে স্থল, কার সাধ্য অনুভবে ভেবে,
কিন্তু মা কৃপায় কার তব সকলি সম্ভবে
লঙ্ঘে তুঙ্গ তুঙ্গ গিরি পঙ্গু অবহেলে,
স্ফুরে মূক মুখে ভক্তি পরিপাটী বাক্য

স্বদেশে করিয়া ধেয় লিখন নগরে
যেকালে বসতি করে কলম্বস বীর
সেকালে উদয় হল মনেতে তাহার
না জানি কৃপায় কার এরূপ ভাবনা
পশ্চিম সাগর মাঝে আছে মহাদেশ।
কিন্তু কি করেন হায় অত্যন্ত দরিদ্র
ন ছিল প্রচুর ধন বণিগণ মত
যাহা ব্যয় করি পোতে করি আরোহণ
অর্ণব হইয়া পার নবখণ্ডে কৌতুকে
এ হা কিছুকাল জন্য তাহার এ গৌরব
রহিল প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরের কোণে
মুদিত প্রসূনে যথা ... কে পরিমল
হয় ... তথাচ রহে গিরি স্থিরভাবে
দহিলে তপন তার আমোদ না ছুটে
না পারি থাকিতে আর শীতলিতে হিয়া
উপরে অনল শেতে ধন স্তর উপরে
তেমতি যশস্বী মনে এত গোপনে
জ্বলিতে লাগিল হিয়া চিন্তা হুতাশনে,
না পারি থাকিতে আর শীতলিতে হিয়া
ব্যক্তিলা মনের ভাব রাজার নিকটে
ইত্যাদি —

* শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত এই কাব্যখানি শীঘ্র প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল

(প্রকাশক শ্রীঅতুলচন্দ্র কুণ্ডু)
(দেশমুড দরিদ্র বান্ধব পুস্তকালয়)

পত্রাষ্টক কাব্য সম্বন্ধে মত।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন।

* * * আপনার পত্রাষ্টক কাব্য উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি উহার রচনা ভাল হইয়াছে। * * *

১২৯২। ১৭ অগ্রহায়ণ। শ্রীরামদাস সেন। বহরমপুর।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু তারাকুমার কবিরত্ন

শ্রীমান * * * তোমার "পত্রাষ্টক" বড়ই মধুর হইয়াছে আমি আদ্যোপান্ত পড়িলাম তুমি এমন সুন্দর কাব্য লিখিতে পার, ইহা আমারই শ্লাঘার কথা, কেন না তুমি আমার ছাত্র পিতা নির্গুণ হইলেও সুপুত্রের যশে গৌরবান্বিত হয়েন তোমার কবিতাগুলি সরল, মধুর ও সদ্ভাবময় তুমি যদি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি হইতে ভাব নীতিপূর্ণ বিষয় লইয়া এইরূপ কবিতায় প্রকাশ করিতে পার, একটা বড় কাজ হয়। কিরূপ বিষয় কোন স্থান হইতে লইতে হইবে, সে বিষয় আমি কতকটা বলিয়া দিতে পারি * * *।

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

পঞ্চানন্দ সম্পাদক, পাঁচুঠাকুর, এবং কল্পতরু-প্রণেতা বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* * * আমার বড়ই অনবকাশ—আপনার পুস্তক পড়িয়া উঠিতে পারি নাই * * * অল্প যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আপনার ছন্দোজ্ঞানের এবং ভাষাপারিপাট্যের পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি, ভরসা করি, পুস্তক সমস্ত পড়া হইলে আপনার কবিত্বের প্রশংসা করিতে পারিব। * * *।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গ-রত্ন।

প্রথমভাগ।

অথবা

মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী
কবিরত্নের জীবনী।

শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী-ভট্টাচার্য্য
প্রণীত

দেহুড় দরিদ্র বান্ধব পুস্তকালয় হইতে
শ্রীআউলচন্দ্র কুণ্ডু কর্ত্তৃক
পকাশিত

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টিমমেশিনপ্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সন ১২৯৩ সাল।

পরম বিদ্যাবিনোদ, বহুবিধ সদ্গুণসম্পন্ন,
কাইগ্রামনিবাসী জমীদার শ্রীল
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ বসু মুন্সী
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়।

দেমুড় দ্বিজ বান্ধব পুস্তকালয় হইতে যে সকল জীবনী সংগৃহীত হইতেছে, ঐ সমস্ত "বঙ্গ রত্ন" নামে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। সম্প্রতি বঙ্গরত্ন প্রথম ভাগ অথবা মহাকবি ঘনরামের জীবনচরিত তাঁহার প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট এবং অন্য উপায়ে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাই প্রকাশিত হইল।

প্রতিভার প্রভাবে ঘনরাম এবং ধর্ম্ম [illegible] মত যশপ্রাপ্ত ছিলেন। জীবনী সংগ্রহে আপনি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, সেইজন্য প্রেমোপহার স্বরূপ এই মহাকবি ঘনরামের জীবনী আপনাকে উপহার প্রদান করিলাম, ভরসা করি এই জীবনী পাঠে ঘনরামের প্রতিভার আদর করিয়া আমায় উৎসাহিত করিবেন। ইতি

২৫শে বৈশাখ ১৩০৩ সাল
দেমুড় দ্বিজ বান্ধব পুস্তকালয়
জেলা বর্দ্ধমান।

একান্ত অনুগত
শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য

বঙ্গ-রত্ন।

প্রথম ভাগ।

অথবা

মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী

কবিবরের জীবনী

মুসলমান ভূপতিদিগের অধিকার কালে বঙ্গ দেশের যে প্রকার দুরবস্থা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তৎসাময়িক গ্রন্থকারগণের জীবনবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার উপায় জনশ্রুতি ভিন্ন আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ জীবনী লেখাতে অস্মদ্দেশীয় লোকের অনুরাগ ছিলনা। কবিগণের রচিত গ্রন্থে নিজ পরিচয়, তাঁহাদের বংশাবলীর বর্ত্তমান ব্যক্তিগণের বাচনিক বিবরণ এবং দেশীয় জনশ্রুতি অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ সকল মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করিয়া, মনের আক্ষেপ নিবারণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

বঙ্গে কবির অভাব নাই; তজ্জন্য বঙ্গবাসী সকলের হৃদয় কবিত্বশূন্য নহে। বাল্যকাল হইতে সকলেই মধুর কবিতা-মালা পাঠ করিয়া পরম সুখলাভ করেন এবং স্বচিত্তপটে মনোহারিণী কল্পনাদেবীর মূর্ত্তি বহুবিধ সুন্দর রঙ্গে চিত্রিত করেন। অধিকাংশ বঙ্গবাসী, শিক্ষিত কিম্বা অশিক্ষিত হউন, প্রথমে কবি পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে উদ্যম করিয়া থাকেন এমন কি যাহারা দক্ষিণ কি বাম হস্ত প্রভেদ করিতে অক্ষম, তাহাদের নিকটেও পদ্য অতিশয় আদরের ধন; অধিক কি বলিব, এদেশের অঙ্কশাস্ত্র পর্য্যন্ত পদ্যে লিখিত। বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিৎ ৺ শুভঙ্কর দাস যে সকল অঙ্কের নিয়ম (আর্য্যা) ও অঙ্ক-প্রণয়ন করিয়াছেন, সে সমস্তই পদ্যে লিখিত। বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ বর্দ্ধমান জেলার অধীন দেনুড় গ্রাম নিবাসী ঠাকুর বৃন্দাবন দাস কৃত '**শ্রীচৈতন্য ভগবত**' পদ্যে রচিত। সুতরাং পদ্যই বাঙ্গালা ভাষার মূল, কবিতা ও কবিতার পরমাণু লইয়াই বঙ্গ ভাষা প্রথম গঠিত। গদ্যেও লাবণ্য আছে, কিন্তু পদ্যের যেরূপ চিত্তাকর্ষণী-

শক্তি আছে, গদ্যের সে কুহকিনী শক্তি নাই; সুতরাং সুললিত পদ্যে প্রকাশিত ভাষা যে কোমলহৃদয় বঙ্গীয় জনসমূহের প্রীতির কারণ, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। সঙ্গীতপ্রিয় মানবের মন সততই পদ্যের দিকে ধাবিত হয়, সেই হেতু বঙ্গবাসিগণ কোমলতার পক্ষপাতী। মধুরত্ব যাহাতে আছে, তাহাতেই তাহাদের আমোদ যেমন কোকিল-কূজন স্বভাবতঃ মধুর ও শ্রবণ সুখকর, সেইরূপ স্বভাবজাত কবিগণের কাব্য, শ্রোতা ও পাঠকগণের কর্ণতৃপ্তিকর ও অন্তরানন্দজনক সুখকর কাব্যসকল শ্রোতা ও পাঠক উভয়েরই মন হরণ করে যে সকল লোক কবিত্বের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারেন এবং ধরণীতলে অক্ষয় যশঃ প্রাপ্ত হয়েন; তাঁহারাই ধন্য।

কাল-স্রোত অবিরাম বহিয়া যাইতেছে এবং তৎসঙ্গে মানবের জীবনও অতিবাহিত হইতেছে। কাল জীবন লইয়া যায়, কিন্তু কীর্ত্তি ধ্বংস হইবার নহে কালে কত সুবিখ্যাত কবি জন্ম গ্রহণ

করিয়াছেন, তাঁহাদের নশ্বর দেহ সময় স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের অবিনশ্বর যশঃ দিন দিন ভাষার রূপ ল বণ্যের সহিত বর্দ্ধিত হইয়া ভাষার পারিপাট্য সাধন করিতেছে; বৃক্ষ বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার ফল আমরা সমভাবে আনন্দে ভোগ করিতেছি। দুঃখের বিষয়, সেই সকল কবিসম্বন্ধে তাঁহাদের কাব্য ব্যতীত অপর কিছুই জানিবার উপায় নাই, জানিতে ইচ্ছা হইলেও সে ইচ্ছা মনেই রহিয়া যায়। ফল পাইলাম, কিন্তু কোন্ বৃক্ষ ঐ মনোহর ফল উৎপাদন করিয়াছে, তাহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানিতে পারিলাম না। কারণ কাল, ঐ বৃক্ষ বিনাশ করিবার সময় এমন কোন উপায় রাখিয়া যায় নাই, যাহাতে উহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় সুখের বিষয় বর্তমান সময়ে ব্যক্তিগণ কবিগণের জীবনী লিখিতে বিলম্ব করেন না। তাঁহাদের নিজের বাসনা পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশীয় জনসমূহের মনের আক্ষেপ নিবারণ করিতে সত্বর অগ্রসর হইয়া থাকেন। অধিক কি যে সকল কবিরত্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন খনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া

অন্ধকারেই বিলীন হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্ম-স্থান কোথায়, জনক জননী কে? তাঁহাদের গোপনীয় কার্য্যকলাপ কি এবং কিরূপেই বা কবিত্বরত্ন লাভ করিলেন; এই সকল জন সাধারণের গোচর করিবার জন্য অনেক কঠোর অধ্যবসায় সহকারে বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। সেই হেতু প্রথমে এত বাক্যব্যয়,— পরে একজন বিখ্যাত কবির জীবনী, অনুসন্ধানে যতদূর পাওয়া গেল তাহাই নিম্নে বিবৃত হইল। এই কবি কে, তিনি কাহার সন্তান, তাঁহার বাল্যলীলা হইতে শেষলীলা কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বর্ণিত হইল।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী খণ্ডঘোষের অন্তর্গত কৈয়ড় পরগণার মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণপুর গ্রামে পৌষধন গোত্রীয় পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী নামক এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন *। তাঁহার পুত্র ধনঞ্জয়; ইঁহার দুই পুত্র—শঙ্কর ও গৌরিকান্ত। ইঁহারা উভয়েই কবি এবং শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ঘনরাম তাঁহার জন্মস্থান ও বংশাবলীর

---

* ইহাদের পূর্ব্বনিবাস ধুলুই

সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিবার সময় যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহা নিম্নে প্রকটিত হইল

কেয়ড় পরগণার টী কৃষ্ণপুর গ্রাম

৮৬৫ পৃঃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

"ঠাকুর পরমানন্দ পৌষয়ান বংশে
ধনঞ্জয় সুত তাঁর সংসারে প্রশংসন
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীরাম
তাঁর পুত্র ঘনরাম গুরু পদাশ্রান্ত"

৬৯৯ পৃঃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গ

"চক্রবর্ত্তী ধনঞ্জয় তাহার তনয় দ্বয়
কবিবর শঙ্কর প্রধান
তদনুজ গৌরীকান্ত কাব্যসিন্ধু শাস্ত্র দান্ত,
তত্তনুজ ঘনরাম গান"

৭২৮ ও ২৭২৯ পৃষ্ঠা, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী রায়নার নিকট শিহার গ্রামে কোকুমারী গোত্রীয় কুশধ্বজ রাজবংশে দ্বিজ গঙ্গাহরির কন্যা সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘনরাম মাতৃপরিচয়ে কখন সীতা কখন মহাদেবী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু ঘনরামের পৌত্র, শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং প্রপৌত্র, শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

মহাশয়দ্বয়ের নিকট শ্যামাচরণ ঘোষ (১) দ্বারা জীবনী অনুসন্ধান সময়ে মহদেব কে ঘনরামের মাতা বলিয়া জানা হইয়াছে। জগৎনন্দিনী সীতা অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন, এ কারণ এদেশে স্ত্রীলোকের নাম কেহ "সীতা" রাখেন না কিন্তু ঘনরামের পৌত্র শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জীবনী অনুসন্ধানের জন্য পরে আমি পত্র লিখি, তাহাতে তিনি ঘনরামের মাতার নাম সীতাদেবী বলেন। ঘনরাম মাতার বিষয় যাহা লিখিয়াছে, তাহাও নিম্নে প্রকটিত হইল, যথা;—

"মাতা যার মহাদেবী সীতা গুণান্বিতা।"

৬৩৩ পৃঃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

"ঘনরাম ভণে সতী সীতার নন্দন।"

[illegible] পৃঃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

ঘনরাম মাতৃকুলের পরিচয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

'কৌকুসারি অবতংসে, কুলশীল প্রশংসে
দ্বিজগঙ্গা হরি পুণ্যবান
তাঁহার দুহিতা সীতা, সত্যবতী পতিব্রতা,
তাঁর সুত ঘনরাম গান॥'

৫৫০ পৃঃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

১ শ্যামাচরণ ঘোষ—কৈয়ড়ের গোমস্তা

আনুমানিক ১৬০০ বা ১৬০১ শকে ঘনরাম নামে গৌরীকান্ত চক্রবর্তীর একমাত্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই গৌরীকান্ত চক্রবর্তীর বংশোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। গৌরীকান্ত চক্রবর্তীর চিরমেঘাচ্ছন্ন সংসারাকাশে ঘনরাম একমাত্র মেঘমুক্ত অকলঙ্ক শশধর উদিত হইয়া বংশের নামোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। মহাদেবী ও গৌরী কান্ত চক্রবর্তীকে কে চিনিত? কে তাঁহাদের নাম অদ্য আলোচনা করিত? এই বংশে ঘনরাম না জন্মিয়া যদি শত অকর্ম্মণ্য পুত্র জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে গৌরীকান্তের নাম কে জানিত? মহাদেবীকেই বা রত্নগর্ভা বলিয়া কে আদর করিত? নীতিবিশারদ চাণক্য পণ্ডিতবরের একটী শ্লোক এই স্থলে স্মরণ হইল; যথা

‘‘বরমেকো গুণী পুত্রো নচ মূর্খ শতান্যপি,
একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি শত তারা গণোহপি ন।’’
৮ম শ্লোক

ঘনরামই এই শ্লোকের প্রকৃত দৃষ্টান্ত স্থল। ঘনরাম বাল্যকালে অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন এ দেশে এ সম্বন্ধে অনেক

প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। বাহুল্যভয়ে সে সকল প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হইলাম। কৃষ্ণপুর অতি ক্ষুদ্র পল্লী, তথায় রীতিমত বিদ্যালয় ছিল না। বিশেষতঃ মুসলমান ভূপতিদিগের শাসন কালে বাঙ্গালাভাষাচর্চ্চার হ্রাস হইয়া রাজভাষা পারশীর সমধিক গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল, এমন কি ইহার কঠোর পেষণে দেবভাষা সংস্কৃত পর্য্যন্ত মৃতপ্রায় হইয়াছিল জয়দেবের পর দেবভাষায় আর কেহ গ্রন্থ রচনা করেন নাই। অবশেষে ইংরাজ শাসনকালে বর্দ্ধমান জেলার মাড়গ্রাম নিবাসী মহাকবি রঘুনন্দন গোস্বামী অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু মুদ্রিত না হওয়ায় মানবনয়ন পথ বহির্ভূত রহিয়াছে। কৃষ্ণপুরে পারসী, বাঙ্গালা, ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী কেহ ছিলেন না। বিদ্যা শিক্ষায় পুত্রের বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া পিতা দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ঘনরামকে গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী উল্লিখিত জেলার অধীন রামবাটী গ্রামে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রপিতামহের (ঘন রামের ইষ্টদেবতার) নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন

করিতে দিয়াছিলেন। ঘনরাম রামবাটী গ্রামের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা—

"শ্রীরাম দাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম
প্রভুপুর শ্রীরাম রামের মনস্কাম "

৮৩০ পৃঃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

অধ্যয়ন কালে ঘনরাম, তাঁহার একপাঠীগণের মধ্যে বুদ্ধিচাতুর্য্যের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পঠদ্দশাতেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল ছোট ছোট কবিতা রচনা দ্বারা গুরুর নিকট কবি বলিয়া পরিচিত হইলে, গুরু তাহাকে 'কবিরত্ন' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, - যথা ;—

" ভাবি তব পদদ্বন্দ, দুই এক ভাবা ছন্দ,
কবিতা করিতাম পূর্ব্বকালে,
শুনে হ'য়ে কৃপান্বিত, বর্ণিতে বলিলা গীত,
গুরু ব্রহ্ম বদন-কমলে।
নিজ গুণে করি যত্ন, নাম দিলা কবিরত্ন,
কৃপাময় করুণা-আধান।"

৫ পৃঃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় কাহাকেও বলিতে হইবে না যে, বাল্য বিবাহই বঙ্গের অধঃপতনের

একটী প্রধান কারণ সেই প্রচলিত প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী তাঁহার এক মাত্র পুত্র ঘনরামের পাঠাবস্থায় নিজগ্রামে বিবাহ দিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে কন্যার পিতার নাম পাওয়া যায় নাই। যথা সময়ে ঘনরামের চারি পুত্র হইয়াছিল জ্যেষ্ঠ রাম রাম, দ্বিতীয় রাম-গোপাল, তৃতীয় রামগোবিন্দ, চতুর্থ রামকৃষ্ণ পুত্রগণের পরিচয়ে ঘনরাম এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা ;—

"শ্রীরাম দাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম
কবিরত্ন ভণে প্রভু পুর মনস্কাম
শ্রীরাম পূর্ব্বকে প্রভু গোপাল গোবিন্দে
তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণে রাখিবে আনন্দে।"

রামকৃষ্ণ উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন ইনি শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গলের গান ব্যবসায় করিতেন ঘনরামের তৃতীয় পুত্রের হস্ত লিখিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল এখন ঘনরামের বাটীতে আছে রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, অপর এক পুত্রের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অদ্যাপি জীবিত আছেন, ইঁহাদের এখন পর্য্যন্ত কাহারো পুত্রাদি হয় নাই। ইহাদের সাংসারিক

অবস্থা পূর্ব্বরূপ আছে কোন প্রকার উন্নতি বা অবনতি হয় নাই। পূর্ব্ব হইতে ইহাঁরা শূদ্রের দানাদি গ্রহণ করেন না। ঘনরামের বংশাবলীর পরিচয় লইয়া আর অধিক আড়ম্বরের অনাবশ্যক বোধে নিবস্ত হইলাম। অতঃপর মহাকবি ঘনরামের বিষয় বলিতে যাহা অবশিষ্ট আছে, এক্ষণে তাহাই বলিব।

ঘনরামের উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদনের অনতি-কাল পরেই তাঁহার পিতা গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তীর জীবলীলা শেষ হওয়ায় সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার শিরে ন্যস্ত হয় একারণ, বলা বাহুল্য,—ঘনরামের অধ্যয়ন এই অবধিই শেষ হইয়াছিল সংসারের কি অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ, সেই আক-র্ষণ, সেই কুহক, সেই মোহ জালে যিনি এক-বারে জড়ীভূত হইয়াছেন, তিনিই জানেন সংসার-মায়া কি ভয়ানক দূর হইতে সংসারকে স্বর্গ বলিয়া অনুমতি হয়; কিন্তু যতই তাহার নিকট অগ্রসর হওয়া যায়, ততই তাহার পথ কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। একে পিতৃবিয়োগজনিত দুর্ব্বিষহ শোক, তাহাতে আবার সংসারজালে

জড়িত হওয়ায়, কবির মনের প্রফুল্লতা এককালে শূন্য হইয়াছিল; বদনে হাস্যের লেশমাত্র ছিলনা। যে সহাস্য মুখে সতত কথায় কথায় সরস কবিতাসকল নির্গত হইত, সেই মুখ যেন তুহিনসম্পাতে নলিনদলের ন্যায় মলিন হইয়া গিয়াছিল। সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, আজ একজন পুত্রশোকে কাতর হইয়া রোদন করিতেছে, যে বদনে 'হা বৎস! হা বৎস!' করিতেছে, কাল আবার সেই শোকে জলাঞ্জলি দিয়া সেই বদনে হাস্য করিতেছে। যে আকাশে ঘোর ঘনঘটায় রবি শশী আচ্ছন্ন করিয়াছে, কাল সেই আকাশে মেঘজাল হইতে মুক্ত হইয়া প্রখর ও সুবিমল করে রবিশশী হাসিবে। কিছুদিন অতীত হইলে কবিবর ক্রমে পিতৃশোক বিস্মৃত হইলেন এবং সংসারমার্গও আর পূর্ব্বের ন্যায় দুর্গম বোধ হইতে লাগিল না। ক্রমে সকলি সহ্য হইয়া গেল। এইরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে, ঘনরামের চিত্ত কবিতার মোহিনীশক্তির দিকে পুনরাকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ দুই চারিটী কবিতা লিখিয়া বন্ধুগণের মনোরঞ্জন

দ্বারা জন সাধারণের নিকট কবি বলিয়া বিশেষ-রূপে পরিচিত হইতে লাগিলেন। পর্ব্বত গুহায় যেমন জলরাশি প্রবল হইলে, নদী রূপে পরিণত হইয়া দেশদেশান্তরে প্রবাহিত হয়, তেমনি মহাকবি ঘনরামের কবিত্বশক্তি ক্রমশঃ দিগ্দিগন্ত ব্যাপিনী হইয়া অবশেষে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুরের রাজসভা পর্য্যন্ত প্রচারিত হইযাছিল। মহারাজ যদিও অপরিণত বয়স্ক ছিলেন, তথাপি তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন, জনক জননী মহা-রাজের শুভক্ষণে "কীর্ত্তিচন্দ্র" নাম করণ করিয়া-ছিলেন। এ প্রদেশে মহারাজের ভুরী ভুরী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মহারাজ কবিবরের নাম যশঃ শ্রবণ মাত্র, তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত বর্দ্ধমানে লইয়া গিয়া রাজকবিপদে প্রতি-ষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কবি স্বাধীনচেতা ছিলেন। একারণ আবশ্যকমতে রাজসভায় উপস্থিত হও-য়ার প্রার্থনা করায়, মহারাজ স্বীয় ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব গুণের বশীভূত হইয়া কবির স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিবন্ধক না হইয়া বরং সন্তোষ সহকারে তাঁহার

ামযিক, বৃত্তি নির্দ্দেশপূর্ব্বক কবির বাক্যে ষ্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজের প্রশংসা বিবর শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের অনেক স্থলে বর্ণন করিয়াছেন, যথা ;—

"অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রসগান "

২২৭ পৃঃ।

"নূতন মঙ্গল দ্বিজঘনরাম গান।
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ "

৯৬ পৃঃ শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল।

কবি এইরূপে রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া রাজার ামযিক আনুকূল্যে সংসারচিন্তা হইতে অবসর াইয়া, গুরুর আদেশে এবং মহারাজ কীর্ত্তিন্দ্রের সাহায্যে, মহাকাব্য শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা ারম্ভ করেন। যথা;—

* * *

শুনে হয়ে কৃপান্বিত, বর্ণিতে বলিল গীত,
গুরু ব্রহ্ম বদন কমলে

* * * *

ও পদপঙ্কজ মাত্র, মনেভাবি বসি যত্র,
মসিপাত্রে বল্লিয়া আশ্রয় ;
দোষ গুণ নাহি দেখি, যে কিছু লেখাও লিখি,
কলমে বসিয়া কৃপাময় "
ইত্যাদি ৫ পৃঃ শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল।

এবং ১৬৩১ শকে এই মহাকাব্য শেষ করেন যথা ;—

" বিষ্ণুর দ্বাদশ ভক্ত নিজ পদ পায়।
এত দিনে ধর্ম্মের বার্ম্মতি হ'ল সায়
সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ
শুন সবে যেকালে হইল সমাপন
শক লিখে রামগুণ রস সুধাকার
মার্গ কাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর
শুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তীথি
যাম সংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি
৮৯৭ পৃঃ শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা সম্বন্ধে একটী প্রবাদ অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। রণরাম নামে ঘনরামের কোন সম্পর্কীয় ভ্রাতা বা বন্ধু এবং ঘনরাম এই দুইজনে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। রণরাম, গ্রন্থের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত কবিতার প্রথম চরণ রচনা করেন এবং ঘনরাম প্রতি কবি-

তার শেষ চরণ দ্বারা কবিতা পূরণ করেন। এই জন্য এই মহাকাব্যের অধিকাংশ স্থলে প্রথম চরণ হইতে শেষ চরণে যমক অনুপ্রাসাদির অধিক পরিমাণে পারিপাট্য দেখিতে পাওয়া যায় যথা ;—

"বাছুরে যাদবানন্দ প্রেমানন্দ হবি
বাপ ধন বাছার বালাই লয়ে মরি " *
"নিশা নাশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রা মায়া।
উপনীত গোবিন্দ তনয় সুত জায়া "
"ধুমসীর ধমকেতে ধুলা উড়ে যায়
গোদা বেটা গভীরে গোবিন্দ গীত গায় " *
"ধর্ম্মপথ ধেয়ায়ে ধনুকে দিল গুণ
সুধন্বা রণেতে যেন সাজিল অর্জ্জুন " *
* * *
" দিক দণ্ড দিবায় হইল উপনীত॥ " *
" টোপর মাথায় দিয়ে বসিল দম্পতি।
হেনকালে মাহুত যোগায় লয়ে হাতী " *

কথিত আছে ঘনরামের অনুপস্থিতিতে একদা রণরাম শেষ কবিতাটির উভয় চরণই রচনা করিয়াছিলেন। ঘনরাম উপস্থিত হইয়া ;—

---

* যাহাদের নিকট উল্লিখিত প্রবাদটী শুনিয়াছি এই পদ্য গুলিও তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি

"হেন কালে ম হুত গোগায় লয়ে হাতী "

এই চরণটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তৎক্ষণাৎ ;—

"ষতনে কৌতুক দেখ ৩েক যুবতী "

এই চরণটী রচনা দ্বারা কবিতা পূরণ করেন।

রণরাম ও ঘনরাম এই দুই জনের রচিত বলিয়া যে একটী প্রবাদ উল্লিখিত হইল, তাহার অপর কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনায় ঘনরামের একাধিপত্য যশের আর কাহাকেও অংশী করিতে বাসনা করি না। কবিবরের জীবনী অনুসন্ধানে যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে ঘনরামই এই মহাকাব্যের একমাত্র রচয়িতা। এরূপ কিম্বদন্তি বঙ্গে আজ কিছু নূতন নহে। বাঙ্গালা মহাভারতপ্রণেতা বর্দ্ধমান জেলার অধীন সিঙ্গীগ্রামনিবাসী কবিবর কাশীরাম দেবদাস সম্বন্ধেও এইমত একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, যথা ;—

"আদি সভা বন বিরাটের কিছু দুর
ইহা রচি কাশী রাম গেলা স্বর্গপুর "

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এই কয়টী পর্ব্ব

রচনার পর কাশীরামদাসের জীবলীলা শেষ হওয়ায় কোন মতে, তাঁহার জামাতা এবং অপরাপর মতে তাঁহার পুত্র, এই মহ গ্রন্থের অবশিষ্ট পর্ব্ব কয়টা রচনা করেন। কিন্তু মহাভারতের আদ্যোপান্ত রচনাপ্রণালী ও ভাবের সামঞ্জস্য প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যদি সমালোচন করা যায়, তাহা হইলে এক ভিন্ন দুই কি ততোধিক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। ঘনরাম সম্বন্ধে এ প্রবাদও আমাদের মতে, সেইরূপ জনসাধারণের কপোলকল্পিত বলিয়া অনুমিত হয়।

ঘনরামের বর্দ্ধমান নগরে গমনাগমনের পর তিনি পার্সী ভাষা শিক্ষা করেন

সংসার অনিত্য, ইহা নূতন কথা নহে জগতের বাল্যকাল হইতেই নিত্যানন্দের এ দেশে কত যে নরনারী আপন আপন পর্য্যবিচরণ করিয়া কত রঙ্গ ভঙ্গে ক্রীড়া করতঃ শেষে কোথায় অবসর লইলেন, কেহই বলিতে পারে না। সেদিন এক সুধীর মহাত্মা আমাদের নয়নপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কতই লীলা করিতেছিলেন,

আজ তিনি দারা সুতের চক্ষে ধূলী দিয়া বন্ধু-বান্ধবের হৃদয় তমসাবৃত করিয়া জন্মের মত মায়াবলে লুক্কায়িত হইলেন। এবং সংসারের অনিত্যতার যথার্থ জাজ্বল্যমান প্রমাণ রাখিয়া গেলেন। আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তাঁহার সুন্দর গম্ভীর মুর্ত্তি আর আমাদের চক্ষে পড়ে না। মনে হয়, তাঁহার অবয়ব ভাবিয়া দেখি, কিন্তু সেরূপ আর দেখিতে পাই না, মায়ান্ধকার আসিয়া জ্ঞানচক্ষু আবরিত করিয়া ফেলে এবং কল্পনাকে প্রশ্রয় দান করিয়া অসুখ-কর নানারূপ ভয়প্রদর্শন করাইতে থাকে। অব-শিষ্ট তাঁর যশঃকলাপ কালের কুটিল ভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া বহুবিধ রঙ্গে প্রকাশিত হয়। তাঁহার নাম,—কোথাও কুকথা, কোথাও সুকথার সহিত মিলিত হইয়া কখন দীন কুটিরে, কখন রাজ প্রাসাদে ক্ষণকালের নিমিত্ত বায়ু আন্দোলন করিয়া থাকে এবং কোথাও কখন প্রাণ-বায়ুর সহিত ধর্ম্মশীল জনের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহা আরো মধুরতাময় করে, আবার কোথাও বা কখন দুর্ব্বৃত্তজনের উপহাসপূর্ণ ঘন

নিশ্বাসের সহিত দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। তপস্বী, যোগী, ঋষি ও সন্ন্যাসী এইরূপ কত মহাত্মা ভারতে পদার্পণ করিয়া জ্ঞানী, অজ্ঞানীগণের মধ্যে সার তত্ত্বের বিষয় কতই বিস্তারিত করিলেন, তাহা শুনিলাম, কিন্তু তাঁহাদের জন্ম মৃত্যুর বিষয় অবগত হইতে বাসনা করিলে তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। যতদিন তাঁহারা ধরাধামে বিচরণ করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহারা পৃথিবীর শোভা-স্বরূপ ছিলেন। মস্থণ-সংসারে তাঁহাদের পদস্খলিত হইল, ভ্রম অমনি তাহার অন্ধকারময় হস্তে আমাদের নয়ন আচ্ছাদন করিল। এইরূপে ও অন্য প্রকারে সংসার অনিত্য হইলেও আমাদের দেহ যতদিন না অন্যের দৃষ্টির অগোচর হইতেছে, তত দিন আমরা সাধুহৃদয় হইতে উচ্ছলিত সারগর্ভ বাক্যপ্রচারক গ্রন্থের উপর মনশ্চক্ষু সংযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকি ও তদ্দ্বারা পবিত্র জ্ঞানোপার্জ্জন করি। সংসার অনিত্য, মানব দেহ অনিত্য, অনিত্য সংসারে অনিত্য দেহ নিত্য বিষয় চিন্তার বাসস্থান হইয়া সংসারকে প্রেম, ভক্তি,

শ্রদ্ধায় বদ্ধ করিবার জন্য যখন মধুর স্পষ্ট শব্দ বাহির করে, তখন ঐ বিমল দেহ আমাদের ধর্ম্মসুখের উপায় এবং অনিত্য হইয়াও আমাদের মনে নিত্যের কার্য্য করিয়া যায়। কালের গতি যে দিকেই উহুক, আর, সাধারণের রুচিগত ভাব যাহাই হউক, যথার্থ সাধুগণের সদ্ভাব স্থানে স্থানে, সময়ে সময়ে প্রশংসিত কিম্বা নিন্দিত হইলেও ভক্ত পক্ষপাতী দিগের নিকট অতিশয় মূল্যবান ও আদরের ধন তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। সাধুবর্গ সাধুগণের অন্তরে চিরস্থায়ী রূপে বাস করিয়া থাকেন ; কারণ যাহারা দুগম ধর্ম্মপথের কণ্টক মুক্ত করিতে গিয় অসহ্য যাতনা সহ্য করিয়া ছেন, এবং সেই পথে অন্যকে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন পাইয়াছেন, তাঁহাদের মহত্ত্ব একেবারে বিস্মৃত হওয়া কেবল মনের নীচতার পরিচয় এবং প্রতিভার অনাদর ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

ঘনরামের আবির্ভাব কাল নিরূপণ যেমন দুর্জ্ঞেয়, তিরোভাবও তদ্রূপ। তিনি কি ব্যাধি-

গ্রস্থ হইয়া কোন্ শকে মানবলীলা সম্বরণ করেন, তাঁহার অধস্তন বংশাবলীর মধ্যে কেহ বলিতে পারেন না তবে এই মাত্র বলেন যে, শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল রচনা করণান্তর কিছু দিবস থাকিয়া নিজ গ্রামে আত্মীয় পরিবারবর্গ বেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন কবি মৃত্যুকালে কিরূপ ধর্ম্মনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সেই সময়ে এমন লোক কেহই নিকটে ছিল না যে ঐ কীর্ত্তনটীর প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া উহা স্মৃতিপথে বা লিখিয়া রাখিতে পারে। অথবা কবি, ধর্ম্মগীতটী রচনা করিয়াছিলেন মাত্র, কণ্ঠের জড়তাপ্রযুক্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই, এই জন্যই আমরা ঐ অমূল্য কীর্ত্তনটী হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আহা! যদি তাহা না হইত তবে মৃত্যু সময়ে ইহকাল ও পরকালের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইলে মানব হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, আমরা তাহার একটী অকৃত্রিম চিত্র দেখিতে পাইতাম্

অনেকে বলেন, মহাকবি ঘনরাম কবিরত্নের চরিত্র যুধিষ্ঠিরের ন্যায় বিশুদ্ধ ছিল, সরলতা তাহাতে চির বসতি করিত। যিনি একবার তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, তিনি আর কখন তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার অমায়িকভাব দেখিয়া সকলেই তাঁহার বাধ্য হইয়াছিল, তিনি কথায় কথায় সকলকে হাসাইতেন, যমক, অনুপ্রাস তিনি সহজ কথায় সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন।

কবিবরের মৃত্যুর পর আর তাঁহার বংশে এপর্য্যন্ত কাহারও লেখনী হইতে কবিতা নিঃসৃত হয় নাই। কবি হইব বলিয়া মনন করিলেই কবি হওয়া যায়না। কবি কে? গণনা করিয়া চৌদ্দ অক্ষর মিল করিতে পারিলেই কবি হয় কি? মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলিয়াছেন;—

"কে কবি কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যমদমী? তার শিরোপরি
শোভে কি [redacted] শোভা যশের রতন?"

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

ঈশ্বর দত্ত প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা বিভূষিত ব্যক্তিই কবি! একটী কবির যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, ঘনরামে তাহার কিছুই অভাব ছিলনা! একজন প্রকৃত কবির যাহা থাকা আবশ্যক, ঘনরামের তাহা সমুদায়ই ছিল। কল্পনা তাঁহার ভাবভাণ্ডারের দ্বার রক্ষাকারিণী ছিলেন, কণ্ঠদেশে বাগীশ্বরী সর্ব্বদা বীণা ধারণপূর্ব্বক আসীনা থাকিয়া সুললিত স্বরে বীণা বাদন করিতেন। কবি কখনও বীর, কখনও রৌদ্রে, কখনও ভয়ানক, কখনও করুণ, কখন বা বীভৎস রস বর্ণন দ্বারা রচনার ভূয়সী ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন।

যে দেশ প্রতিভার আদর জানেনা, ঘনরামের সেই দেশে জন্ম বলিয়াই তাঁহার নাম এতদিন লুপ্তপ্রায় ছিল। নতুবা কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সুললিত কবিতানিকর আজ পর্য্যন্ত লুপ্ত কেন? আজ ক'ল য়ুরোপ প্রতিভার আদর করিতে যেরূপ শিক্ষা করিয়াছেন, পৃথিবীতে কখন কোন জাতি সেরূপ আদর জানিত কিনা বলিতে পারিনা। দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণকে

কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয়, ইংলণ্ড আজ তাহার উত্তম রূপে পরিচয় দিতেছে। প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল মহাকবি সেক্সপিয়ারের মৃত্যু হইয়াছে। জীবিতাবস্থায় তাঁহার যে প্রকার আদর ছিল, এক্ষণে তাঁহার আদর তাহা অপেক্ষা যে কতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা লিখিয়া ইয়ত্তা করা যায় না। সম্প্রতি যে সেক্সপিয়ারের সমাধি উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহার মৃত দেহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ করার কল্পনা হইতেছে, জীবিতাবস্থায় সেই সেক্সপিয়ারকে বালস্বভাবসুলভ চঞ্চল বুদ্ধির জন্য কিনা কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। গ্রীস দেশবাসী ইলিয়ার্ড মহাকাব্য-প্রণেতা মহাকবি হোমর জীবদ্দশায় অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে বীণা বাদন করিয়া মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আদরের প্রকৃত বস্তু হওয়াতেও কেহ উপযুক্ত আদর করিত না। যদি তাঁহাকে উদরান্নের নিমিত্ত ঐ মত দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করিতে না হইত, তাহা হইলে ঐ সময় উপযুক্ত কার্য্যে ব্যয় করিলে বোধ হয় ইলিয়ার্ডের ন্যায় আরও কতগুলি মহাকাব্য

রচিত হইতে পারিত, তাহা বলা যায় না কিন্তু সময়ের এমনি বিচিত্রগতি, যাঁহার কাব্য এখন কত শত দেশে কত শত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া অসংখ্য লোকের জীবিকা হইয়াছে, তিনি একমুষ্টি তণ্ডুলের ভিখারী ছিলেন। প্রতিভার আদরের গুণে তাঁহার পুস্তক এখন সকল দেশের আদরের ধন, এবং তাঁহার জন্ম স্থান লইয়া সাতটী আয়োনিয়ান্ দ্বীপ সর্ব্বদা বিবাদ করিতেছে। কবিদিগের জীবদ্দশায় যদি প্রকৃত আদর করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা সমাজের অনেক উপকার সংসাধিত হয়। যদিও ইংলণ্ডের পূর্ব্বের আদর আজ কালিকার আদরের কাছে আদরই নয়, তথাপি ভারতের সহিত তুলনা করিতে হইলে ইংলণ্ডের পূর্ব্বাবস্থ ভারত অপেক্ষা লক্ষগুণে উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। ইংলণ্ডবাসী সমাধির উপর কবিতায় কবির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এবং জন্ম মৃত্যুর সময় নির্ণয় করিয়া স্মরণ চিহ্ন রাখিত। ভারতের কবিগণের চিতার উপর কোন সমাধি স্তম্ভ দ্বারা স্মরণচিহ্ন রাখা দূরে থাক্, তাঁহাদের জন্মস্থান যে কোথায় ছিল,

কোথায় কিরূপে তাঁহাদের লীলা সম্বরণ হইয়াছিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। প্রতিভার অনাদরই ইহার এক মাত্র কারণ। যদি কবিগণের চিতাভস্মের উপর শিল্প কার্য্যদ্বারা মঠ নির্ম্মাণ করিয়া, তদুপরি তুলসী রোপণ-পূর্ব্বক, কবির জন্ম, মৃত্যুর সময়, জন্ম স্থানাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা থাকিত, তাহা হইলে আজ বেদ ব্যাস, বাল্মিকি, কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, শ্রীহর্ষ, জয়দেব প্রভৃতি মহা-কবিগণের সমাধি দেখিতে জর্ম্মণ দেশ হইতে কতশত যাত্রী আসিত; আমরাও ঘনরামের চিতার সমাধিস্তম্ভ দেখিয়া জন্ম মৃত্যুর সময় নিরূপণ করিয়া লইতাম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এদেশে সেরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল না। দুঃখের কথা আর কি বলিব, এ পোড়া দেশ প্রতি-ভার আদর করিতে আজ পর্য্যন্ত কৈ শিখিয়াছে? আর যে কতকাল শিখিবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে? এ হুজুগে দেশ, হুজুগ লইয়াই মত্ত! হুজুগেই সব মাটি হইল, হায়? এদেশে যদি প্রতিভার আদর জানিত, তাহা হইলে মেঘনাদ বধ

কাব্যপ্রণেতা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে কি দাতব্য চিকিৎসালয়ে গিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইত ? না, আজ তাঁহার পুত্রকে অন্নের জন্য লালায়িত হইতে হইত ? আহা, লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, লেখনী স্তম্ভিত হইতেছে, যাহার পিতা অমূল্য রত্ন "মেঘনাদ বধ কাব্য" প্রণেতা,—যে 'মেঘনাদ বধ কাব্য' একটী বৃহৎ ভূসম্পত্তি সমতুল্য তাহার আজ অন্নাভাব ! হায় ! পোড়া দেশের লোক, তোমাদের কি হৃদয় নাই,—সে মেঘনাদ বধ কাব্য পাঠকালে সংসার ভুলিয়া স্বর্গে আছ, কি মর্ত্তে আছ তাহার নিশ্চয়তা থাকে না, পড়িতে পড়িতে উন্মাদ হও, যে মেঘনাদ বধ কাব্যের মেঘনাদ তুল্য ভেরীনিনাদ শুনিয়া দুর্ব্বল বাঙ্গালীর হৃদয়ে বীর রসের আবির্ভাব, যে গ্রন্থ পাঠে আজ দলে দলে বাঙ্গালী বলাণ্টীয়ার হইতে সচেষ্ট, সেই গ্রন্থপ্রণেতার দাতব্য চিকিৎসালয়ে জীবনত্যাগ কি বাঙ্গালীর সহজ কলঙ্কের কথা ? হায় বঙ্গবাসি সেই গ্রন্থপ্রণেতার পুত্রের অন্নাভাব কি করিয়া অম্লানবদনে, স্থিরনেত্রে দেখিতেছ ? কেমন করিয়া তোমাদের মুখে আহারীয়

উঠিতেছে ? কেমন করিয়া আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইতেছ ? কে বলে বাঙ্গালীর হৃদয় কোমল ? তোমরা একটী বৈদেশিক ব্যাপারে রাশি রাশি অর্থের অপব্যয় কর, কিন্তু গৃহের অভাব মোচনে উদাসীন থাক, আর উদাসীন থাকিও না এই ভারতে পঞ্চবিংশতি কোটী মানবের বাস, অধিক অর্থ ব্যয় কবিতে বলি না, সকলে যদি এক পয়সা করিয়া দিয়া মাইকেলের পুত্রের সাহায্য করেন, তাহা হইলে আর প্রতিভাব অনাদর থাকে না, বরঞ্চ প্রকৃত আদরই করা হয়। প্রতিভার অনাদরে দেশ মহদ্ব্যক্তি-শূন্য হইল, কেশব, দয়ানন্দ, মাইকেল তোমা-দিগকে অকালে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। বঙ্গের দ্বিতীয় জয়দেব মহাকবি, রঘুনন্দন গোস্বামীর ত্রিশখানি সংস্কৃত মহাকাব্য, ভাগবতের উৎকৃষ্ট টীকা, ও চিকিৎসাগ্রন্থ অপ্রকাশিতাবস্থায় লুপ্ত হইতে চলিল। অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে, আর একয়খানি গ্রন্থ কেন ধ্বংস হয় ? আমাদের মতে সকলে কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ঐ সকল গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় বহন করিয়া প্রতিভার

আদর করা উচিত। কেবল দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতায় কিছু হইবে না, সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত করা চাই!

মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর এদেশে কবি-কুলচূড়ামণি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাস্তবিক ভারত-চন্দ্র একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাকবি তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার ভাষা ও ছন্দের বিশেষ পারিপাট্য আছে সত্য পক্ষে বলিতে গেলে তাঁহার দ্বারা বঙ্গ ভাষার যুগান্ত কাল উপস্থিত হইযাছে। মহাকবি ঘনরামের কাব্য কীট দষ্ট পুথি আকারে না থাকিয়া যদি এত দিবস জন সমাজে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে ঘনরাম যে কিরূপ প্রতিভাশালী মহাকবি ছিলেন, তাহা এত দিন লোকে জানিতে পারিত। ভারত-চন্দ্র অপেক্ষা ঘনরাম পূর্ব্ববর্ত্তী কবি এবং ঘনরাম হইতে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ আরো অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। সুতরাং কবিকঙ্কণ হইতে ঘনরাম অনেক উপকরণ পাইয়াছেন এবং উল্লিখিত দুই জন কবি হইতে ভারতচন্দ্র বহুল পরিমাণে উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,

ইহা বলা বাহুল্য। যদি চণ্ডী কাব্য, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর বিশেষ রূপে সমালোচন করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে। অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর চণ্ডীকাব্যের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। শ্রীমন্ত ও সুন্দরের মশানে যাও দেখিতে পাইবে, একই ভাব। এইমত আরো অনেক স্থল আছে, যাহাতে ভারতচন্দ্র চণ্ডী কাব্য হইতে কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের পাটনীর নিকট অন্নদার কৌশলপূর্ণ আত্ম পরিচয়ে ঘনরামের লাউসেনের নিকট ভগবতীর আত্ম পরিচয়ের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। এই মত অনেক স্থান আছে, বাহুল্য হেতু উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হইলাম। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বাহ্য জগৎ, মানব প্রকৃতি বর্ণনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আমাদের মতে কবিকঙ্কণ বঙ্গকবিকুলচূড়ামণি। ভারতকে যে সিংহাসন প্রদান করা হইয়াছে, কবিকঙ্কণ ঐ সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। তাহার নিম্নে ভারত, ঘনরাম ও মাইকেলের স্থান।

যদ্যপি বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় ঘনরামের শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে ঘনরামকে কে জানিত ? হয়ত চিরজন্য মৃগনাভি কৌটায় আবদ্ধ থাকিত, জনসমাজে তাহার সৌরভ প্রাপ্ত হইত না। এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণে দেখিতে পাইল ; যোগেন্দ্র বাবু এই কার্য্য সাধন দ্বারা বঙ্গমাতার শিরোদেশে একটী কহিনুর স্থাপন করিয়াছেন, এইজন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এ ভারতে কিসের অভাব ছিল ;—কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, গগনমার্গে পুষ্পকরথ চালন কৌশল, এ সমস্তই ভারতে ছিল, কেবল মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে ঐ সকল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়, শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী কৃত ষাটি হাজার বৈষ্ণব গ্রন্থ ছিল হায ! কি আক্ষেপের বিষয়, মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার না থাকায় ঐ সমস্ত গ্রন্থ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। ঘনরাম কি কবি হইয়াই একবারে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন ? কখনই না,—কত কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। দুরদৃষ্টবশতঃ দেশে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার এবং প্রতিভার আদর না থাকায় ঐ সকল কবিতা মানব নয়ন-পথ-বিরল হইয়াছে। কেবল শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কতিপয় গায়ক শ্রেণীর আদরের ধন বলিয়া যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ঘনরামের চতুর্থ পুত্রে শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের গীত ব্যবসায় করিতেন।

ঘনরামের পূর্ব্বে আরো দুইজন দুইখানি শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে ময়ূরভট্ট সর্ব্ব প্রথম। মহাকবি ঘনরাম ও রূপ-রাম উভয়েই তাঁহাদের অনেক স্থানে ময়ূরভট্টর স্তব ও প্রশংসা করিয়াছেন যথা ;—

"শ্রীধর্ম্মের মায়া কহনে না যায়।
ময়ূরভট্টি বন্দি দ্বিজ রূপরাম গায় "

(রূপরামী শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

"ময়ূর ভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্যকবি "

(১৪পৃ ঘনরামী শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

'হাকন্দ পুরাণমতে, ময়ূর ভট্টের পথে,
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম্ম সভায় "

(ঘনরামী ১৪পৃ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

ঘনরামের জন্মস্থানের কিছু দূরে শ্রীরামপুর নিবাসী ৺ রূপরাম চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয় এবং ঘনরাম সর্ব্বশেষ। প্রথমোক্ত দুইখানি গ্রন্থ মুদ্রিত না হওয়ায়, জনসাধারণের দৃষ্টি পথে পতিত হয় নাই। আমাদের বাটীর দুই ক্রোশ ব্যবধান কুয়াড়া গ্রামে* রূপরামী শ্রীধর্ম্মমঙ্গল আছে, ইহাও চব্বিশ পালায় শেষ করা হইয়াছে। আমরা পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণার্থে রূপরামী শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের যথেচ্ছা কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম যথা ;—

"শ্রীধর্ম্মের মায়া কহনে না যায়
ময়ূর ভট্টি বন্দি দ্বিজ রূপরাম গায়"
"শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গীত শুন সর্ব্বজন
গায় দ্বিজ রূপরাম দৈবস্তি নন্দন"
"পাষণ্ডী জনার শিরে পড়ুক বজ্জর
দ্বিজ রূপরামে গায় শ্রীরামপুরে ঘর"
"শ্রীধর্ম্মের মায়া কহনে না যায়।
অনাদ মঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়"

---

*এই পুথির শেষ পৃষ্ঠায় ১১৮৭ সালে এই পুস্তক রামচন্দ্র পুর মহাত্তার নকল করা হইল"। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে ১১৮৭ সালের পূর্ব্বে রচিত হইয়া বিশেষ রূপে প্রচারিত হইয়াছিল।

রূপরামের শ্রীধর্ম্ম মঙ্গলের গান আমরা অনেকবার শুনিয়াছি; যদিও ঘনরাম অপেক্ষা ইহাঁর রচনা উৎকৃষ্ট নহে, তথাপি ইনি কাশীরামের সমতুল্য কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ কাব্য খানি মুদ্রিত না হওয়ায়, লুপ্তপ্রায় হইতে চলিল।

যে সময়ে মহাকবি ঘনরাম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা অতিশয় বিশৃঙ্খল। দক্ষিণ ভারতে মহারাষ্ট্রীয় সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল হইয়া মোগল সম্রাট আরঙ্গজীবকে অতিশয় বিপদগ্রস্থ করিয়াছিল, এবং আরঙ্গজীবও দেশীয় পণ্ডিত বা কবিগণকে কোনরূপ রাজ সমাদরে উৎসাহিত করেন নাই, সুতরাং ঘনরাম স্বাধীন ভাবে কবিতা রচনা করিতে পারেন নাই। যদি ঘনরাম কোন হিন্দু স্বাধীন রাজার আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে জয়দেব, কালিদাসের মত উন্নত উন্নত কবিতা রচনার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারিতেন।

অতঃপর আমরা মহাকবি ঘনরামের জীবনী উপসংহার করিতে চলিলাম, উপসংহারে আমাদের এই গ্রন্থ সমালোচন করার ইচ্ছা ছিল,

কিন্তু এতবড় গ্রন্থের সমালোচন এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে সম্ভব নহে সেই জন্য সমালোচন না করিয়া ঘনরামী শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় ১২৯০ সালের ৩ চৈত্রের বঙ্গবাসীর ক্রোড়পত্রে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অবিকল নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

"ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল বঙ্গসাহিত্য সংসারে এক অপূর্ব্ব বস্তু পূর্ব্বে অনেকেই সন্দেহ করিতেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় আজও অমুদ্রিত অবস্থায় এরূপ মহাকাব্য বর্ত্তমান থাকা সম্ভব কি? এ মহাকাব্য ২৪ সর্গে বা পালায় বিভক্ত; প্রায় কুড়ি হাজার কবিতা আছে। বাঙ্গালায় কোন্ মহাকাব্য ইহার সমতুল? মহাভারত, রামায়ণ, অনুবাদ মাত্র;—কিন্তু শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের ন্যায় মৌলিক মহাকাব্য বঙ্গের ভাষা ভাণ্ডারে আর কি আছে? কাব্যের গল্প উপকথা নহে, আকাশ কুসুম নহে, মস্তিষ্কের বিকৃতি নহে,— বাস্তব-ঘটনা একাব্যের একাংশীভূত। একাব্য ঐতিহাসিক, তবে কবিকল্পনায় ঐতিহাস কাব্য-

রসে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গদেশ যখন স্বাধীন ছিল,—পালবংশীয় রাজাগণ যখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, যখন বাঙ্গালী-বীরের পদভরে বঙ্গভূমি কাঁপিত,—সেই সময়—বঙ্গের সেই শুভ সময়—একাব্যের উৎপত্তি কাল। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে গৌড়েশ্বর বঙ্গভূমি শাসন করিতেছেন, যমদূত সদৃশ নবলক্ষ সেনা বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিত হইয়া বীরদর্পে হুঙ্কার রবে পৃথিবী কম্পিত করিতেছে; এমন সময়ে অজয় নদ-তীরবর্ত্তী ঢেকুর রাজ্যের অধীশ্বর ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইল,—গৌড়ের ভূপতিকে আর কর দেয় না, তাঁহার হুকুম মানে না। গৌড়েশ্বরের সহিত ইছাই ঘোষের যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু বঙ্গের ভূপতি এ মহাযুদ্ধে পরাজিত হইয়া গৌড়ে পলায়ন করিলেন,—ইছাই ঘোষের জয় জয়কার হইল কাব্যের প্রারম্ভেই এই দৃশ্য; এই ঘটনাই এ মহাকাব্যের মূল সূত্র। গৌড়নগরের ভূপতির মরমে শেল বিঁধিয়া রহিল,—একজন সামান্য রাজার নিকট গৌড়েশ্বরের পরাজয়, এ অপমান তাঁহার সহ্য হইল

না,—কিরূপে ইছাই-বাজ উচ্ছিন্ন যায়, ইহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

ইছাই, মহাশক্তি ভগবতীর সেবক;—প্রচণ্ড, গোঁয়ার, দুর্দ্ধর্ষ। এমন সময় ধরাধামে ধর্ম্মের অবতার, শান্তমূর্ত্তি, রণনিপুণ, অমিত-সাহসী লাউসেন জন্মগ্রহণ করিলেন! লাউ-সেন, গৌড়েশ্বরের শ্যালিকাপুত্র সেনের ভুজ-বীর্য্য, বুদ্ধি বিদ্যা দেখিয়া ভূপতি ভাবিলেন, এই বীরবরের দ্বারাই আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে—ইহাঁরই হস্তে ইছাই ঘোষের বধ সাধন হইবে। লাউসেন, রাজার বড় প্রিয়পাত্র হইলেন। রাজমন্ত্রী মহম্মদ, সেনের উপর নৃপতির ভাল-বাসা দেখিয়া ভাবিল, এই লাউসেনই আমার সর্ব্বনাশ করিবে, সম্ভবত শেষে বুঝি মন্ত্রিত্ব কাড়িয়া লইবে; অতএব কলে, কৌশলে, উপায় মন্ত্রণায়—লাউসেনের বধসাধন করিতে হইবে। এক দিকে ভূপতির ভালবাসা অপর দিকে মন্ত্রী মহামদের বধচেষ্টা এক দিকে অমৃতকুণ্ড; অপরদিকে বিষভাণ্ড;—এই সুখ দুঃখের চক্রমধ্যে পড়িয়া কাব্যের নায়ক বীর-

বব ল উমেশের চরিত্রে সংগঠিত হইতে লাগিল, বীর্য্যবহ্নির স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল ইরূপ নায়ক উপনায়কের ধ ত প্রতিঘাতে ললিত গতিতে অথচ ঘোররবে,—কুসুম-বরষণে অথচ তরবারির ঝঞ্ঝা ঘাতে এ মহাকাব্য চলিয়াছে, হাস্যরসের তরঙ্গ কতবার খেলিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? বঙ্গের অপর কোন্ কাব্যে এ নয়ন-মোনহর দৃশ্য আছে? কুলটা কিরূপে পরপুরুষের মনভুলায়, সাধুপুরুষ কিরূপে কুলটার মায়া ফাঁদ অতিক্রম করে, অবিবাহিতা নবযুবতী মনে মনে আজন্ম-পূজিত মনোমোহিত বর বিনা কেমনে অন্যের গলায় বরমাল্য অর্পণ করে না, অশেষ যন্ত্রণাপ্রাপ্ত সাধ্বী স্ত্রীর পতিপদ বিনা কিরূপে পরপুরুষের পানে মন টলে না, এসকলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঘনরামে আছে।

এই লুপ্তপ্রায় অপূর্ব্ব-গ্রন্থের বিষয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাধারণীতে, বান্ধবে, এডুকেশন গেজেটে সমালোচিত হইয়াছিল। সকলেই একমুখে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যেমন গ্রীক ভাষায় হোমর, লাটিন ভাষায়, বার্জিল, সেইরূপ বঙ্গ ভাষায় ঘনরাম। কিন্তু এই পতিত অভিশপ্ত দেশে এই হতভাগ্য কবির আদর হইবে কিনা জানি না।

আর একটী কথা বলিব ঘনরাম তাঁহার কাব্যমধ্যে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কপোল কল্পিত নহে মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়নানগর নায়কের জন্ম; রাজবাটীর ভগ্ন প্রাসাদ এখন স্তুপীকৃত, জঙ্গলময়; ময়নাগড়ের এখনও অস্তিত্ব রহিয়াছে ইছাই ঘোষের রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও সেই অজয় নদের অনতি-দূরে অবস্থিত আরাধ্যা দেবী মহামায়ার মন্দিরচূড়া খসিয়া পড়িয়াছে—প্রস্তরময়ী কালিকা দেবীর লোল রসন এখনও লহ লহ করিতেছে তবে এখন আর সে স্থলে মানুষ নাই,—শৃগাল, বরাহ, ভল্লুক বিচরণ করিতেছে। পণ্ডিতপ্রবর হণ্টার সাহেব, তাঁহার "Annals of Rural Bengal" নামক পুস্তকে ইছাই ঘোষের কথা সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন আর আজ সেই পালবংশীয় মহারাজের বজ্র সিংহাসন গৌড়-

নগরের জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত ছিল,—ব্যাঘ্র তাহার রাজা; ভল্লুক, মন্ত্রী; শৃগাল, নকাব। আধুনিক মালদহের নিকট এই গৌড়-মহারণ্য অবস্থিত। কৌতুহলাক্রান্ত পাঠক, এই সকল স্থান স্বচক্ষে দেখিয়া নয়ন-মন স্বার্থক করিতে পারেন।”

“ঘনরাম প্রকাশক শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।”

ঘনরামের জীবনী পাঠে পাঠকগণ যদি উৎসাহ প্রদান করেন তবে, কবি, সাধক এবং সাধুগণের যে সকল জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে সে সকল শীঘ্র প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

সম্পূর্ণ।

আমেরিকা আবিষ্কার কাব্য।*

(অপ্রকাশিত)

যাইতে করেছি বাঞ্ছা অকূল সাগরে
কল্পনা তরীতে চড়ি ভাব পাল তুলি,
নাহি ভয় রূপ অনুকূল বায়ু বেগে
যথায় ভাসায়ে পোত নির্ভয় অন্তরে
পশ্চিম সাগরে স্থল করিতে নির্ণয়
অভয় হৃদয়ে পূর্ব্বে 'কলম্বস বীর
গিয়া করিলেন নব ধরা আবিষ্কার
হেরি সেই সব স্থান মাগো বাঞ্ছা হয়
মনে, শ্বেত পদ্মাসন দেবী বীণাপাণি
গাইব সে গীত এবে বঙ্গের সঙ্গীতে
অপাঙ্গে যদ্যপি কৃপা কর কৃপাময়ী,
কি অসাধ্য তব মাতঃ যার পানে তুমি
দেহ যদি কৃপা করি পদ ছায়া দাসে
তা হলে ডুবাই মাতঃ সুযশ সাগরে
বঙ্গবাসিগণের এ চির ভীরু নাম,
অকলঙ্ক করি তবে সকলঙ্ক চাঁদে
কও তুমি দাসে দেবী কেমনে উদিল
এ ভাব যশস্বি মনে, পারাবার মাঝে
আছে স্থল, কার সাধ্য অনুভবে ভেবে,
কিন্তু মা কৃপায় কার তব সকলি সম্ভবে
পঙ্গুর তুঙ্গতম গিরি লঙ্ঘ অবহেলে,
স্ফুরে মূক মুখে অতি পরিপাটী বাক্য

স্বদেশে করিয়া দেখ লিখন সাগরে
যেকালে বসতি করে কলম্বস বীর
সেকালে উদয় হল মনেতে তাহার
না জানি কৃপায় কার একপ ভাবনা
পশ্চিম সাগর মাঝে আছে মহাদেশ।
কিন্তু কি করেন হায় অত্যন্ত দরিদ্র
না ছিল প্রচুর ধন বণিগণ মত
যাহা ব্যয় করি পোতে করি আরোহণ
অর্ণব হইয়া পার নরখ দেখেন কৌতুকে
এ হা কিছুকাল জন্য তাহার এ ভাব
রহিল প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরের মাঝে
মুদিত প্রসূনে যথা কীটকে পরিমল
হয় বা তদ্রূপ রহে গিরি স্থিরভাবে
দহিলে তখন তার আগ্নেয় গর্ভেতে
না পারি থাকিতে আর শীতলিতে হিয়া
উগরে অনল স্রোত ধন স্তর উপরে
তেমতি যশস্বী মনে এ ভাব গোপনে
জ্বলিতে লাগিল হিয়া চিন্তা হুতাশনে,
না পারি থাকিতে আর শীতলিতে হিয়া
ব্যক্তিলা মনের ভাব রাজার নিকটে

ইত্যাদি —

* শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত এই কাব্যখানি শীঘ্র প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল

(প্রকাশক শ্রীআউলচন্দ্র কুণ্ডু)
দেশসুভ দরিদ্র বান্ধব পুস্তকালয়)

পত্রাষ্টক কাব্য সম্বন্ধে মত।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন।

* * * আপনার পত্রাষ্টক কাব্য উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি উহার রচনা ভাল হইয়াছে। * * *

১২৯২। ১৭ অগ্রহায়ণ। শ্রী রামদাস সেন। বহরমপুর।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু তারাকুমার কবিরত্ন

শ্রীমান * * * তোমার "পত্রাষ্টক" বড়ই মধুর হইয়াছে আমি আদ্যোপান্ত পড়িলাম তুমি এমন সুন্দর কাব্য লিখিতে পার, ইহা আমারই শ্লাঘার কথা, কেন না তুমি আমার ছাত্র পিতা নির্গুণ হইলেও সুপুত্রের যশে গৌরবান্বিত হয়েন তোমার কবিতাগুলি সরল, মধুর ও সদ্ভাবময় তুমি যদি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি হইতে ভাল নীতিপূর্ণ বিষয় লইয়া এইরূপ কবিতায় প্রকাশ করিতে পার, একটা বড় কাজ হয় কিরূপ বিষয় কোন স্থান হইতে লইতে হইবে, সে বিষয় আমি কতকটা বলিয়া দিতে পারি * * *।

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

পঞ্চানন্দ সম্পাদক, পাঁচুঠাকুর, এবং কল্পতরু-প্রণেতা বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* * * আমার বড়ই অনবকাশ—আপনার পুস্তক পড়িয়া উঠিতে পারি নাই * * * অল্প যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আপনার ছন্দোজ্ঞানের এবং ভাষাপারিপাট্যের পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি, ভরসা করি, পুস্তক সমস্ত পড়া হইলে আপনার কবিত্বের প্রশংসা করিতে পারিব। * * *।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়